ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-318 ■ 26 August, 2024 ■ আগরতলা ২৬ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৯ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের প্রত্যেক মানুষের মৌলিক সমস্যা নিরসন করা সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট ।। রাজ্যের প্রত্যেক মানুষের মৌলিক সমস্যা নিরসন করা বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্য নিয়েই মানুষের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন এই সরকার। কোন সমস্যা হলে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় সেটা সমাধান করা হবে। কারণ এই সরকার সবাইকে নিয়ে একসাথে চলতে চায়।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ধারাবাহিক কার্যক্রম 'মন কি বাত' এর ১১৩ তম সংস্করণ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে রাজধানীর বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়ের হলঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মহতী কার্যক্রম শ্রবন করেন তিনি।

এই কার্যক্রমে যোগদান করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা ইন্দ্রনগরের সাহসী যুবক চিরঞ্জিত দের সাহসিকতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতিতে জলে নেমে অন্যদের উদ্ধার করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন ৩০ বছরের এই যুবক। আজ তার বাড়িতে আমি গিয়েছি। তার মা বাবাও শারীরিকভাবে অসুস্থ। তাদের সান্তনা দেওয়ার মতো ভাষা ছিল না। আমি তার মা বাবাকে বলেছি আপনাদের ছেলেকে তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। ও যেখানে থাকুক ভালো থাকুক। ওর আত্মার সদগতি কামনা করি। ও যে কাজ করে গিয়েছে তাকে সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে। রাজ্য সরকার তাদের পরিবারের পাশে থাকবে। আমাদের ত্রিপুরায় এমনও মানুষ রয়েছেন যারা নিজের জন্য চিন্তা করে না। অন্যের জন্য চিন্তা করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাদের বাড়ি গিয়ে সত্যি ভারাক্রান্ত হয়েছি। তবে গর্বও অনুভব করেছি যে আমাদের দেশে এমন মানুষও রয়েছেন যারা অন্যের জীবন রক্ষায় নিজের জীবন বলিদান দিয়েছেন। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাঁর মন কি বাত কার্যক্রমে অনেক কথা বলেছেন। তিনি বিভিন্ন অজানা বিষয় ও তথ্য আমাদের কাছে উত্থাপন করেন। গোটা ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধবার জন্য এই কাজ করছেন তিনি। বিভিন্ন জায়গা থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করে প্রতি মাসের শেষ রবিবার মন কি বাত কার্যক্রমে সবার কাছে এসব বিষয় তুলে ধরেন তিনি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে রাজ্য, জেলা, মহকুমা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত পর্যন্ত ই-অফিস সংযুক্ত হয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি "আমার সরকার" কর্মসূচিও খুব ভালোভাবে রূপায়িত হয়েছে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে এবিষয়ে আমাকে আলোচনা করতে হয়েছে। মূলত, জনগণের সঙ্গে যাতে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি না হয় সেজন্য আমার সরকার ভাবনা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সরকার আমাদের সরকার এই ভাবনা যাতে সবার আসে এরজন্যই এটা করা হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক মানুষের মৌলিক সমস্যা নিরসন করা ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন এই সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্য নিয়েই মানুষের কল্যাণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে স্কুল-কলেজ

বন্যায় রাজ্যে ২০৯টি বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট ।। রাজ্যে সাম্পতিক বন্যায় শিক্ষা দপ্তরের প্রায় ১১ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে অমরপুর এবং দক্ষিণ জেলা থেকে এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমান পাওয়া যায়নি। আজ মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ২০৯টি স্কুল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১০টি, সিপাহীজলায় ৩৮টি, গোমতী জেলায় ৪৩টি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৬২টি, খোয়াই জেলায় ১২টি, ধলাই জেলায় ২২টি, ঊনকোটি জেলায় ১৮টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪টি স্কুল রয়েছে। তাছাড়া সাতচাঁদ ব্লকের জগৎরাম পাড়া এসবি স্কুল এবং ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের বনন্তপাড়া জেবি স্কুল ভূমিধসের ফলে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা জানান, বন্যায় রাজ্যের ২৩৯টি স্কুলে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থীর বইপত্র নষ্ট হয়েছে। কিছু কিছু স্কুলে এখনো ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের উপরই পুনরায় স্কুল খোলার বিষয়টি জানানো হবে। তবে বন্যা কবলিত এলাকার স্কুলগুলিতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত করার পরেই স্কুলগুলি খোলা হবে। এসসিআরটি'র অধিকর্তা এল দারলং জানান, বন্যায় যে সমস্ত পড়ুয়াদের বই পত্র নষ্ট হয়েছে তাদের জন্য আগামীকাল থেকে বই পাঠানো শুরু হবে। পর্যাপ্ত বই এসসিইআরটি-তে রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা জানান, গত ২২ তারিখ থেকে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। আইনের প্রবেশিকা পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার পরীক্ষা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে। অতি বৃস্টির কারণে বিলোনীয়ার ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ কলেজের রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বগাফা পাবলিক লাইবেরির আসবাব এবং প্রায় ৭ হাজার বই মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে এখন পর্যন্ত জানা গেছে। ধর্মনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজে ও কৈলাশহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

জন্মাষ্টমী

রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট ।। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, 'আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মজয়ন্তী কর্তব্যপরায়নতা, জ্ঞান এবং করুনার প্রতীক হিসেবে উদযাপন করি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে চালু হল যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট ।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যেই যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল শুরু হয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণে স্বস্তি ফিরেছে রাজ্যবাসীর।

স্বাভাবিক হচ্ছে লাইফ লাইন তথা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। প্রশাসনিক তৎপরতায় দ্রুততার সহিত আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক সাড়াইয়ের কাজ চলছে। রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তিন দিন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ পরিদর্শন করছেন।

শনিবার বিকেল নাগাদ পরীক্ষামূলকভাবে জরুরি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত গাড়ি পার করা হয় বলে জানান তিনি।

এম্বুলেন্স, গ্যাস পরিবাহী গাড়ি, জ্বালানি তেলের টেংকার ইত্যাদি গাড়ি পাস দেওয়া হয় শনিবার বিকেল নাগাদ। এর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বড় গাড়ি গুলোকে ধীরে ধীরে পারাপার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিক, জাতীয় সড়কের কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিকদের নিয়ে ৪৭ মাইল এলাকায় সারাদিন রয়েছেন। যাতে করে রাজ্যের মানুষকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে ভুগতে না হয়। এছাড়াও জাতীয় সড়কে যাতায়াতের যাত্রীদের আর কোন অসুবিধা না হয় সেই লক্ষে কাজ চলছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি আরও জানান রবিবারের মধ্যে সাড়াইয়ের কাজ সম্পন্ন করে সম্পুর্ন স্বাভাবিক হতে চলেছে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক।

বন্যা কবলিত মধ্য বনমালীপুরে প্রশাসনের অসহযোগিতার অভিযোগ জিতেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট ।। বন্যা কবলিত মধ্য বনমালীপুর এলাকার মানুষের কাছে পাহাড় সমান অভিযোগ। সরকার এবং আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ কোন সহযোগিতাই করেনি অসহায় মানুষকে। রবিবার সকালে মধ্যবনমালীপুর এলাকার পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি দাবি করেন, মধ্য বনমালীপুর এলাকার ঘুরে তিনি জানতে পেরেছেন গত কয়েকদিনের বন্যা পরিস্থিতিতে তাদের পাশে দাঁড়ায়নি সরকার এবং আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ ।কিন্তু সিপিআইএম মধ্য বনমালীপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে। আজকেও মানুষকে ব্লিচিং পাউডার, সাবান সহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবিরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূমিধ্বসে মৃত সাতজনের পরিজনদের সাথে দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। প্রবল বর্ষায় ভূমিধবসে মৃত্যু হয়েছে সাতজনের। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে শান্তির বাজার অশ্বিনী ত্রিপুরা পাড়ায়। রবিবার সেখানে গেলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

উল্লেখ্য প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা। দক্ষিণ জেলায় বন্যার কবলে বিভিন্ন এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখনই প্রবল বৃষ্টির জেরে ভূমিধসের ফলে ঘরের ভেতরে মৃত্যু হয়েছে সাতজনের। রবিবার সেখানে গোটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মূল্য নিয়ন্ত্রনে প্রশাসনের বাজার অভিযান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সদর মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে রবিবার সকালে বটতলা বাজারে অভিযান চালানো হয়। সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির কারণে রাজ্যে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্য দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসন রাজ্যের সব কটি মহকুমায় বাজার গুলিতে অভিযান শুরু করেছে। রবিবার সকালে রাজধানীর বটতলা বাজারে অভিযান চালান সদর মহকুমা শাসক ও খাদ্য দপ্তরের অফিসের কর্মকর্তারা।

অভিযান চালানোর সময় তারা পাইকারি ব্যবসায়ী এবং বাজার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যেন বেশি নেওয়া না হয়। এ ব্যাপারে প্রশাসনের তরফ থেকে মাইক যোগে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিযানকারী দলের কর্মকর্তারা জানান বাজারে আজ আলু ৪০ টাকা এবং পেঁয়াজ ৬০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে। কোথাও এর চেয়ে বেশি মূল্য নেওয়া হলে আইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৫২৫টি ত্রান শিবির চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট ।। রাজ্যে গত ১৯-২৪ আগস্ট পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টির ফলে রাজ্যের নদীগুলিতে জলস্তর লক্ষ্যনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা এখনও বজায় রয়েছে। সোনামুড়ায় গোমতী নদীর জলস্তর এখনও বিপদসীমায় উপর দিয়ে বইছে। ত্রাণ, পুর্নবাসন এবং বিপর্যয় ব্যাবস্থাপন দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ বিকালে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নিবিড় তদারকিতে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গতকাল মুখ্যমীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিগমের ১২নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটরের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। আগরতলা পুর নিগমের ১২ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সান্তনা সাহার বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করলেন বিজেপি ৬ আগরতলা মন্ডলের অফিস সম্পাদক পায়েল দাস। ঘটনার দুদিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো ন্যায় বিচার পায়নি পায়েল দাস। অবিলম্বে বিচার না পেলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সে।

উল্লেখ্য গত শুক্রবার ত্রাণ শিবিরে সান্তনা সাহা এবং পায়েল দাস এর মধ্যে ঝামেলা বাঁধে। অভিযোগ সান্তনা সাহা শারীরিকভাবে পায়েল দাস কে নিগৃহীত করে। সেখানে থাকা অন্যান্যদের উপর ও আক্রমণ চালান কর্পোরেটর সান্তনা সাহা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কোন ধরনের বিচার পাইনি পায়েল। এই অভিযোগ এনে থানায় মামলা দায়ের করেছে সে। পাশাপাশি পায়েল দাস হুমকি দেয় ওয়ার্ড অফিসে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা যাচাই করে দেখা হোক। ওয়ার্ড অফিসে যান না কর্পোরেটর। এমনই অভিযোগ পায়েলের।

এদিন পায়েল আরো অভিযোগ করে, নেশা বাণিজ্যে কর্পোরেটর সান্তনা সাহাকে সাহায্য না করায় তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে কর্পোরেটর। সান্তনা সাহা রাধানগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুর থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। পুকুর থেকে গৌতম দাস নামে এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে বামুটিয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই বন্যায় রাজ্যে মৃতের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলো। যদিও এক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ মাদক সেবন বলে প্রাথমিক ধারণা। ঘটনা রবিবার দুপুরে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত তুফানিয়ালা লুঙ্গা পঞ্চায়েতের দাস পাড়ায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তুফানীয়া লুঙ্গা পঞ্চায়েতের দাস পাড়ায় একটি পুকুরে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেন পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম গৌতম দাস, পিতা মৃত মহানন্দ দাস। তার একটি ছেলে রয়েছে, কিন্তু স্ত্রী নেই। এমতাবস্থায় অভিবাবকহীন হলো তার ছেলে। জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিহত চিরঞ্জিতের বাড়ি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

৪ লাখ টাকা সহ সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট ।।বন্যা পরিস্থিতির সময়ে এলাকার দুর্গত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বলিদান দেন সাহসী যুবক চিরঞ্জিত দে। এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। রাজ্য সরকার তার পরিবারের পাশে থাকবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

রবিবার আগরতলার ইন্দ্রনগরে প্রয়াত চিরঞ্জিত দের বাড়ি গিয়ে আত্মীয় পরিজনদের সমবেদনা জানিয়ে এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন তিনি।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, পেশায় গাড়ি চালক চিরঞ্জিত দে গত ২৩ আগস্ট বন্যা পরিস্থিতিতে অন্যদের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ২৬ আগস্ট ২০২৪ ইং
৯ ভাদ্র, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ লোকনাথ বাবার আবির্ভাব দিবস

"মহাভারতে যেথা কৃষ্ণ রামায়ণে রাম
কলিতে স্মরণ করি লোকনাথ নাম।"

ত্রিকালদর্শী মহাযোগী ব্রাহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরমপুরুষ শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার ২৯৪ আবির্ভাব তিথি সোমবার। রোহিণী নক্ষত্রে, জন্মাষ্টমীর দিন তৎকালীন যশোহর চাকলা কচুয়া গ্রামে। বর্তমানে বসিরহাটের অন্তর্গত স্বরূপনগরের কাছে কাঁকড়া গ্রামে ঘোষাল বংশে পিতা রামকানাই-কূলবধূরা শঙ্খ-ধ্বনি-উলু দিয়দিয়া বরণ করিয়াছিল এই দেবশিশুকে।সে সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কার ছিল যে বংশের কোন ১ জন যদি নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী হন তবে সেই কুলের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হন। তাই রামকানাই ঘোষালের ইচ্ছানুসারে, তার ১ম পুত্রকে ব্রহ্মচারী করিবেন। পত্নীর অনিচ্ছা থাকায়, তাই প্রথম পুত্রকে আর ব্রহ্মচারী করা সম্ভব হয়নি। এরপরে আরও দুই পুত্র জন্মাইলেও কোনওভাবেই রামকানাইবাবুর ইচ্ছা পূরণ হয়নি। অবশেষে চতুর্থ সন্তান জন্মগ্রহন হইলে কমলাদেবী (মা) স্বামীকে ডাকিয়া জানাইলেন 'ইতিপূর্বে জাত তিনটি পুত্রের মধ্যে একটিকেও আমি ব্রহ্মচারী করিতে মত দেননি। ভগবান বুঝিলেন এই নবজাত সন্তান সাধারণ মানুষ নন, ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ, লোকাহিতার্থে মত্যে আবির্ভুত হইয়াছেন। নবজাত সন্তানের নামকরণ করা হইলো 'লোকনাথ'। শৈশব থেকেই লোকনাথকে শাস্ত্রশিক্ষা দিবার জন্য গুরুজনদের ঐকান্তিক চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না।

শৈশবকালে দুষ্টুমি ও আত্মীয়-পরিজনদের ধর্মোপদেশ সম্পর্কে লোকনাথ বাবা জানাইয়াছেন, গুরুজনেরা শৈশবে আমার কাছে জ্ঞানগর্ভে কথা উত্থাপন করিতেন এবং যাহাতে আমার হৃদয় সেইদিকে আকৃষ্ট হয় এমন চেষ্টা করিতেন। আমি একদিকে গুরুজনদের সেই সব কথা মন দিয়া শুনিতাম, অপরদিকে সমবয়সি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতে-করিতে বৃদ্ধদের পুজো শেষ হইতে না হইতেই লাঠি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেন। এইভাবেই শৈশব জীবন কাটিয়াছে।১১৪৮ বঙ্গাব্দ (১৭১৪ খৃষ্টাব্দ) ১১ বছর বয়স হওয়ায় বালক লোকনাথের উপনয়ন এবং একই সঙ্গে সন্ন্যাস নেবার কথা ঠিক হয়। ওই শুভদিনে গ্রামের আরও অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানদের উপনয়ন হয়। লোকনাথের একদা খেলার সঙ্গী বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়ার বলরাম বন্দোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র বেণীমাধবেরও ওইদিন উপনয়ন ঠিক হয়। উপনয়নের দিন বেণীমাধব লোকনাথের সঙ্গে সন্ন্যাস নেবার বায়না ধরে। ছেলেমানুষি কথা বলিয়া প্রথমে অভিভাবকগণ উড়াইয়া দিলেও বেণীমাধব কিন্তু জেদ ধরিয়া বসিয়া থাকে সন্ন্যাস নেবার জন্য । বাড়ির আত্মীয় পরিজনরা ব্রতাচর্যের কঠোরতা, অরণ্যবাসের কষ্ট প্রভৃতি বলিলেও বেণীমাধবের ইচ্ছাকে ভাঙিতে পারেননি। অনেক কথাবার্তার পর ভগবান গাঙ্গুলি লোকনাথ ও বেণীমাধবকে প্রথমে উপনয়নের দীক্ষা দিয়াছিলেন।

সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত নির্জন পীঠস্থান ও ভিক্ষার সুবিধার জন্য ষড়দর্শনের বিখ্যাত পণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলি লোকনাথও বেণীমাধবকে নিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রথমে পছন্দ করেন সাধনপীঠ "কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট"। তিনি তাঁহাদের দুজনকে নিয়া নিবিড় বনে আচ্ছাদিত মহাতীর্থ সতী পীঠ কালীঘটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়া সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কিরকম আচার-আচরণ এবং ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে বারদীতে লোকনাথ বাবা জানাইয়াছিলেন "আমরা যখন কালীঘাটে আসিয়া পৌঁছাই তখন বহুসংখক দীর্ঘ জটাজুটধারী সাধু-সন্ন্যাসী যেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ও বেণী দু'জন ওদের দেখিয়া শান্তি পাইয়াছিলাম।আজ লোকনাথ বাবার ২৯৪ তম আবির্ভাব তিথি।

হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল ট্রেনে ধোঁয়া ! আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন যাত্রীরা

হাওড়া, ২৪ আগস্ট (হি.স.): হাওড়া থেকে তারকেশ্বরগামী লোকাল ট্রেনে আগুন আতঙ্ক ছড়ালো। শনিবার সকালে কামারকুণ্ডু স্টেশনে তারকেশ্বরগামী ওই ট্রেনের একটি কামরার নীচ থেকে আচমকাই ধোঁয়া বেরোতে দেখান যাত্রীরা। খবর পৌঁছয় ট্রেনের চালক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে। তড়িঘড়ি সেখানে রেলের কর্মী এবং ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে মেরামতির কাজ শুরু করেন।শনিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ট্রেনটি কামারকুণ্ডু স্টেশনে পৌঁছয়। তখনই ট্রেনের একটি কামরার নীচ থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। আর তাতেই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেক যাত্রী ভয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েন। যদিও রেলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করেন। এই ঘটনার জেরে ওই শাখায় ট্রেন চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনি বলেই রেল সূত্রে খবর।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের ভোট গুরুত্বপূর্ণ : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৪ আগস্ট (হি.স.): গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের ভোট গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিমত পোষণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্বাচন শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জন্যই নয়, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস, যা ইন্ডি জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে, আবদুল্লাহ পরিবারের ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে একটি জোট গঠন করেছে এবং আবারও নিজেদের দেশবিরোধী পরিকল্পনা দেশের সামনে রেখেছে।'যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'সম্প্রতি, ন্যাশনাল কনফারেন্স নিজেদের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে ... কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের এই জোট জাতীয় নিরাপত্তা এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে অনেক বড় প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আমি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কংগ্রেস জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক পতাকা রাখার বিষয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ঘোষণাকে সমর্থন করেন কিনা... কংগ্রেস পার্টি এবং রাহুল গান্ধী কি ন্যাশনাল কনফারেন্সের এলওসি বাণিজ্য শুরু করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসবাদ এবং এর বাস্তুতন্ত্রকে সমর্থন করে? কংগ্রেসের জবাব দেওয়া উচিত।'

'..... দুয়ার তোমার খুলে দাও প্রভু, আঁধার আকাশ পরে'....

ড. সুরেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রৌদ্রবিন্দু মেখে স্থির হয়ে পড়িয়ে পদ্ম। যেন পূর্ণতার আশায় তপস্যা করছে, অথবা সিদ্ধিলাভ। "যদি সিক্ত হই কভু নরম অশ্রুজনে/ ঠাঁই পাই যদি তাঁর শ্রীচরণ কমলে। বুকের শিশির উজাড় করে দেব অঞ্জলি/ সিদ্দিসুখে পূর্ণ হবে জীবন কুসুমকলি।" তারা সারা গা থেকে আরে পড়ছে শিশিরের সুবাস। সুভাষিত শব্দে বয়ে চলেছে গঙ্গা। দক্ষিণেশ্বর চাঁদনীর ঘাট। মাথার ওপরে উন্মুক্ত বক্ষে নীলাকাশ কত আবেগ নিয়ে হাত বাড়িয়ে আছে। সূর্যো অরুণ কিরণ আলো গঙ্গার জলে যেন সেনার সওদাগর। নির্লোভভাবে পুরণ করে দিচ্ছে মত অপ্রাপ্তির অন্ধকার। সামনে সঞ্চিত পুণ্যরাশির মতো দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মায়ের মন্দির। পাশেই শ্রীরামকৃষেদা সাবনভূমি পঞ্চবটী। চিন্ময়ীমুর্তির ধ্যানে মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্তরে ভেসে উঠছে মায়ের মমতাক্ষন সুধাবারি তোর তো যা মা হবার সবই হয়েছে, এখন বাবা। একটা যে কানে মন্ত্র নিতে হবে...। "ঠাকুর বলছেন না আমি আর কাউকে জানি না। তুমিই আমার গুরু। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না মা।" গঙ্গা এসেছে মা মিটাতে সাগরতুষা। শূন্যবেশে শূনখুঁজে পেয়েছে আলোর দিশা। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে অনুভব করলেন আগন্তুকের উপস্থিতি। চোখ খুললেন তিনি। সামনে দেখতে পেলেন এক জটাজুটধারী দিগম্বর সন্ন্যাসী। রামকৃষের প্রদীপ্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বুঝে নিলেন ইনি সামান্য পুরুষ নন। সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন- "তুমি বেদান্ত সাবনা করবে?" পরমহংস অবস্থায় বিরাজিত শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যা দান করতে উপস্থিত হয়েছেন। নাগা সম্প্রদায়ের এক উচ্চকোটির মহাত্মা তোতাপুরীজী।

অষ্টম শতকের প্রথম। বিষবত্ত সনাতন ধর্ম। বিশ্বাসে অবিশ্বাসের ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হচ্ছে। তখন সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য আবির্ভাব হল মহাপুরুন আচার্য শমদ্রেরা। বহুবারায় বিপথগামী সনাতন ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ করেন তিনি। সংস্কার করলেন দশনামী সম্প্রদায়ের। সেগুলি হল- তীর্থ, আতাম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভদ্রাতী ও পুরী। সন্ন্যাসীরা এই দশটির উপারির মধ্যে যে কোনও একটি গ্রহণ করে সাঝপথে অগ্রসর হন। এই পুরী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নাগা সন্ন্যাসীই হলেন তোতাপুরীজী। হরিয়ানা রাজেলার উত্তর- পশ্চিম লাদানা বলে একটি ছেট গ্রাম। সেই গ্রামের একটি মঠে থাকতেন বাবা রাজপুরী ও তাঁর শিষ্য শীতলপুরী। রাজপুরীজী ছিলেন পুরী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নাগা সন্ন্যাসী। তিনি মরুতীর্থ হিংলাজের সতীপীঠে তপস্যা করে জগন্মাতার দর্শনদ্যাভ করেন। রাজপুরীজীর আশ্রমের কাছেই কোন একটি গ্রামের দম্পতি রাজপুরীজীর কাছে সন্তান লাভের জন্য আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। সন্তান লাভের পর তাঁরা ওই শিশুটিকে রাজপুরীর আশ্রমে দন করেন। সেই বালকটিই হলেন তোতাপুরীজী। বাজপুরীজীর আশ্রমে তিনি শৈশব থেকেই সাবনার সংস্কার লাভ করতে থাকেন। ১৮১১ সালে জ্ঞানপুরীজী নাদানা আশ্রমে মোহন্ত হন। তোতাপুরী তখন পাঁচ বছরের বালক। ক জানপুরীর সঙ্গে তোতাপুরী তীর্থদর্শনে বের হন। উপস্থিত হন নাগা সন্ন্যাসীদের তপস্যার কেন্দ্রভূমি নর্মদা তীরে। মহানিরবানি আখড়ার মূল কেন্দ্র তখন ছিল নাগপুর। সেটি এখন প্রয়াগ। ১৮৫২ সালে তোতাপুরীজী অষ্টমোহন্ত মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৬১ সালে পুরীধাম ও গঙ্গাসাগর তীর্থ দর্শন করে সম্ভবত ১৮৬৫ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন।

তোতাপুরীজী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সন্ন্যাসীর রামকৃষ্ণকে দীক্ষা গ্রহণের প্রশ্নে ঠাকুর বললেন- "আমি কিছুই জানি না আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করলে করব। তোতাপুরীজী বললেন,"তবে যাও তোমার মাকে জিজ্ঞাস্য করে এসো। আমি দীর্ঘকাল এখানে থাকব না।" শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে ভাবাবিষ্ট হলেন। অচিরেই অন্তরে অনুভব করলেন মায়ের ইচ্ছা। ফিরে এসে নিবেদন করলেন মায়েরা আদেশ। নিরাকার ব্রহ্মের পূজারী তোতাপুরীজী ঠাকুরের এই আচরণকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভেবে মনে মনে হাসতে লাগলেন। পরমহংস অবস্থায় বিরাজিত শ্রীরামকৃষ্ণদেরকে তোতাপুরীজি সন্ন্যাস দান কারেন, সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে সন্ন্যাসীদের মতো থাকা শ্রীরামকৃষ্ণের অসম্ভব। সেকথা তোতাপুরীজী বুঝতে পারলেন। ঠাবুনা যে বিংণাতীত, সেটি ওর অজানা রইল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভ ব্রাগামুহূর্তে গুরু-শিষ্য পঞ্চবটীর কুটিরে বসলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করারা পর শুরু হল বিরজা হোম। "ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুব, বোম রূদে আমাতে অবস্থিত সুক্ষ্মভূত সকল পবিত্র হোক। আরতি প্রদান দ্বারা আমি যেন রজোগুণ প্রসূত মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে জ্যোতিস্বরূপে উন্নীত হই..." এইরূপ অনেক মন্ত্র। বিরজা হোম সমাপন হবার পর তোতাপুরীজী ঠাকুরকে বেদান্ত প্রসিদ্ধ "নেতি" "নেতি" সাধনার উপায় শিক্ষা দিতে লাগলেন। গুরু বলছেন- 'যে জ্ঞান দিয়ে একজন অপরকে দেখে, সেটা ক্ষুদ্র, সীমিত। তা দিয়ে পরমানন্দ লাভ হয় না, ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ হয় না। যে জ্ঞান দিয়ে একজন অন্যজনকে দেখে না, জানে না তাকে "ভূমা" বলে। সেই জ্ঞান লাভ হলে ভূমানন্দলাভ হয়।" এইরকমভাবে বেদান্তের সুকঠিন সিদ্ধান্ত বাক্য দিয়ে তোতাপুরীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে নামরূপাত্মক জগৎ থেকে সরিয়ে এনে সমাহিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী শ্রীরামকৃষ্ণের আজন্ম লালিত সংস্কার বারবার বাধা সৃষ্টি করছিল। অনেক চেষ্টা করেও নামরূপের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারছেন না তিনি। কোনোমতেই ভুলতে পারছেন না, শ্রীশ্রী ভবতারিণী মায়ের চিদঘন উজ্জ্বল বিগ্রহখানি। তোতাপুরীজী তিনদিন ধরে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ঠাকুর কোনোমতেই সমাধিমগ্ন হতে পারলেন না। গুরুকে বললেন সে কথা। তোতাপুরীজী ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, "কিঁউই নেহি হোগা, অবশ্যই হোগা..."। চারদিকে তাকিয়ে ঘরের কোণে পেলেন এক টুকরো কাচ। সেটি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রু দুটির মাঝখানে সজোরে বিদ্ধ করলেন। দর দর করে রক্ত ঝরতে লাগল। গুরু বললেন, "ওই বিন্দুতে মনকে স্থির কর...।" শ্রীরামকৃষ্ণ এবার কঠিন আরাধনায় মগ্ন হলেন। শ্রীজগন্মাতার মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠতেই জ্ঞানঅসি দিয়ে সেই অপরূপ মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করতে থাকলেন। মন ধীরে ধীরে ত্রিগুণাত্মক দেহ থেকে মুক্ত হতে লাগল। বহুধারায় বিস্তৃত জলরাশি একত্রিত হল। যেখানে কোনও ঢেউ নেই, নেই কোনও স্রোত। কেবল শান্ত নিবিড় জলাশয়ের মতো স্থির চিত্তে পরমব্রহ্মো লীন হয়ে যাওয়া। বাহ্যজ্ঞান থেকে মুক্ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কুটির তালাবন্ধ করলেন তোতাপুরীজী। সেই দিন অস্ত গেল। হল ভোর। আবার এল রাত্রি। পর পর তিন দিন। কোনো খবরই নেই ঠাকুরের। গুরু চিন্তিত, বিস্মিত। নিজেই খুললেন কুটিরের চাবি। শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানস্থ। গভীর ধ্যানের অতলে ডুব দিয়েছেন তিনি। নিস্পন্দ শীতল আলোর মতো নির্বিকার ঠাকুর। মুখে ভাবের লেশমাত্র নেই। দেহের চৈতন্য আত্মা মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্থির। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। তোতাপুরীজী স্পর্শ করলেন ঠাকুরকে। অনুভব করলেন রামকৃষ্ণের দেহের তেজ। অজান্তেই তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন- - "য়হ ক্যা দৈবী মায়া।" এইরকম ভাবাবিষ্ট অবস্থা তোতাপুরীজী আগে কখনো দেখেননি- "আলোয় আলোয় ভুবন আলো/ ঘুচেছে সব রূপের কালো/ নব চেতনায় এখন জাগবে উষা/ আত্মা ছেড়েছে তাই দেহের বাসা।" শিষ্যকে চেতনাময় করে তুলতে গুরু শুরু করলেন নানা প্রয়াস। পঞ্চবটীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুরণিত হতে লাগল "হরি ওঁ" মন্ত্রের প্রতিধ্বনি। পঞ্চবটীর সীমা ছাড়িয়ে জল, স্থল, আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল সেই ধ্বনিতে। বহুদূর বিকশিত আত্মা ধীরে ধীরে দেহাসন গ্রহণ করল। রামকৃষ্ণ চৈতন্য ফিরে পেলেন। রামকৃষ্ণের মুখে প্রসন্নতার ছাপ। দেহে কোনও ক্লান্তি নেই। গুরু তোতাপুরীজী আনন্দ বিগলিত চোখে জড়িয়ে ধরলেন শিষ্যকে। চিন্ময়ী আর মৃন্ময়ীর যেন দীর্ঘ ব্যবধান দূর হল। তোতাপুরীজী বলে উঠলেন-"তুমি আমার শিষ্য নও; আমার সখা, তুমি দৈবী মায়া...।"

তোতাপুরীজী কোথাও তিনদিনের বেশি থাকতেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে তিনি প্রায় এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। একদিন তোতাপুরীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, "বাবা, তুমি মা বলো কাকে? মা আবার কী?" ঠাকুর কোনও উত্তর দিলেন না। ঘরে ফিরে ধ্যানস্থ হয়ে মাকে সব নিবেদন করলেন। মা বললেন, "তোর গুরুকে আজ রাত্রি দুটোর সময় আমার মন্দিরের পিছনে আসতে বলিস...।" তোতাপুরীজী সেই রাত্রে ঠিক দুটোর সময় মন্দিরের দিকে চলতে শুরু করলেন। কৃষা দ্বাদশীর চাঁদ নিজেকে খইয়ে ফেলেছে অনেকখানি। অবিশ্বাসীর মতো গাছের ছায়াপথ অন্ধকার করে রেখেছে। যেন আগলে রেখেছে কোনও রহস্য। মুহূর্তে উন্মোচন করবে যবনিকা। আর প্রকাশ পাবে যত বিশ্বাসী আলোকরাশি। পথটাও যেন এখন অচেনা। অথচ এই পথেই কতবার গিয়েছেন তোতাপুরীজী। পথ মসৃণ কিন্তু তাও আসন্ন আঘাতের শঙ্কায় সাবধানে পা ফেলছেন তোতাপুরীজী। হঠাৎ কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন তোতাপুরীজী। মনে হতে লাগল যেন তাঁর পায়ের নীচের মসৃণ পথে ফাটল ধরেছে। বাঁধ ভাঙা জলের অপেক্ষা করতে লাগলেন তোতাপুরীজী। তখন যোগবলে ঠাকুরঘর থেকে সব জানতে পেরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রশান্তির বাতাসের মতো তোতাপুরীজীর কাছে ছুটে এলেন তিনি। হাত ধরে বললেন- "বাবা তুমি পড়ে গেছ..?" তোতাপুরীজী যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, "আমার দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই... তোমার মা-কে বলো আমায় ঠিক করে দিতে...।" "পথ খুঁজেছি পথের দেশে হারিয়ে গিয়েছি মেলা/ দিনের শেষে মায়ের খোঁজে কাঁদে পথভোলা/ মা দেখা দেয় চুপটি করে নিয়ে অশ্রুবারি/ জড়িয়ে বুকে অশ্রু মুছে নিয়েছে হাত ধরি।" শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তিতে গভীরভাবে লীন হলেন তোতাপুরীজী। তাঁর এ মধ্যে সঞ্চিত হল এক অর্বাচীন ভক্তিভাব। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন তোতাপুরীজী। এখন তিনি একেবারে সুস্থ। পায়ের নীচের পথ এখন আরও মসৃণ। থমথমে পরিবেশটা এখন আর নেই। স্তব্ধতা ভেঙে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শীতল বাতাস বয়ে গেল গুরু-শিষ্যের মাঝে। গভীর স্নেহে শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ে হাত বোলাতে তোতাপুরীজী বললেন-বাবা, আমি তোর গুরু নই। তুইই আমার গুরু। তোর মা-কে আজ বুঝলাম। আজ আমার শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান সরস হল তোতাপুরীজীর কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময় ভক্তরা প্রশ্ন করতেন। একজন বলছেন, বাবা, স্থায়ী সুখ লাভের জন্য কী করতে হবে?" তোতাপুরীজী বলছেন, "স্থায়ী সুখ পেতে হলে প্রথমে সত্য বস্তু কী সেটি জানতে হয়। সত্যকে জানার অর্থ তাকে লাভ করা। সত্য স্বয়মপ্রকাশ। তাকে দেখার জন্য অন্য আলোর প্রয়োজন হয় না- "সূর্য তাঁরে দীপ্ত নাহি করে/ তারা আর অগ্নিরাশি তাঁরে নাহি করে দীপ্তমান। সে রূপের প্রকাশক কভু নহে চন্দ্রের চন্দ্রিকা।" দৃষ্টির অশুদ্ধতার জন্য সত্যদর্শন হয় না। দৃষ্টির দোষ প্রথমে দূর করতে হয়। তবেই সত্য দর্শন দেন...। তোতাপুরীজী বলছেন, আত্মাকে জানাই সমস্ত কষ্ট দূর করার একমাত্র উপায়। আত্মজ্ঞান ছাড়া কোনোভাবেই স্থায়ী সুখ পাওয়া যায় না। যিনি সুখ বা শান্তি পেতে চান, তিনি আত্ম- কল্পতরুর তলায় আশ্রয় গ্রহণ করুন। এ ভিন্ন অন্য কোনো পথ নেই। বেদশাস্ত্র সম্মত পথই জীবের সুখী হবার একমাত্র পথ...। তাঁর মতে, যিনি সৃষ্টির প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য জেনেছেন; আত্মানুভবী সেই মহাপুরুষ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করেন। আর একমাত্র আনন্দ অনুভব করার অধিকারী।

তিনিই তোতাপুরীজীর মতে সাধনার পথ দুটি। দ্বৈত সাধন ও অদ্বৈত সাধন। প্রথম মতানুসারে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর। সব কিছুতেই তাঁর পদধ্বনি। দ্বিতীয় মতে, এই জগৎ প্রপঞ্চ স্বপ্নের মতো। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি সংসারী মানুষদের আত্মচিন্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। ভক্তশিষ্যদের বলতেন- 'প্রস্তুত হও। নিজের মধ্যে যে অনন্ত সত্ত্বা আছে তাকে জানার চেষ্টা কর। আত্মা সর্বব্যাপী। সর্বদা বিরাজমান। মানুষ নিজেদের অবিদ্যা বা অজ্ঞতার জন্য আত্মাকে জানতে পারে না। এই অশুদ্ধতা দূর করতে পারলেই শুদ্ধ চৈতন্যের উদয় হয়।... আত্মজ্ঞান উদয় হলে আর শরীর থাকে না... কঠোপনিষদের কথায়- "... অণুর আরম্ভে বিভু, বিভু তার শেষ/ এক ভিন্ন অন্য কিছু নেই, থাকে না কখনো। এই কথা সত্য জেনো..."।' তোতাপুরীজীর কথায় একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন: "বাবা, তবে আপনি তো দেহেই আছেন, আপনার তো শরীর বিদ্যমান...?" তোতাপুরীজীর চোখেমুখে এক দিব্য প্রশান্তির ভাব। তিনি শান্ত ও গম্ভীর স্বরে বললেন: "তুমি বালক, এর রহস্য বুঝতে পারবে না। তবে জেনে রাখ, ঈশ্বর স্বয়ং এসে হাতজোড় করে আত্মজ্ঞানী মহাসাধককে প্রার্থনা করেন, জগৎকল্যাণে দেহটি রক্ষা করার জন্য। এক সাধকের সাধকের দেহ থেকে আত্মজ্ঞানের দীপশিখা অন্য মধ্যে সঞ্চালিত হয়। সাধনা ও সিদ্ধির পরম্পরা এভাবেই সুরক্ষিত হতে থাকে যুগের পর যুগ...।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তোতাপুরীর মিলন যেন এক সুদীর্ঘ পথ। ভক্তদের কাছে তোতাপুরী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি অনেক কথাই বলেছেন। একদিন রামকৃষ্ণের কাছে এসে তোতাপুরীজী বললেন: "তুমি আমায় ছেড়ে দাও।" ঠাকুর বলছেন, ... ওই কথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল.. আমি সেই অবস্থায় বললাম, বেদান্তবোধ না হলে তোমার যাবার জো নাই...। তখন রাত দিন তার কাছে কেবল বেদান্ত আর বেদান্ত। ন্যাংটা ফস ফস করে সব বুঝে নিত... গীতা, ভাগবত, যেখানে যা কিছু সব বুঝে নিত...।" ব্রহ্মজ্ঞানী অবতার পুরুষের আজন্মলালিত সংস্কার ভিজে মাটির মতো। খুব সহজেই বীজ থেকে মহীরূহের জন্ম দেয়। যার ছায়া তৃপ্ত করত সকল মানুষকে। অবতার পুরুষ তোতাপুরীজীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ঠাকুর বলছেন: "ন্যাংটা বলত, গভীর রাতে অনাহত শব্দ শোনা যায়...। যোগীরা এই শব্দ শুনতে পান। যখন শ্যামাসঙ্গীত গাইতুম ন্যাংটা কাঁদত...।" ধ্যানাবস্থায় কী অনির্বচনীয় অনুভূতি তাঁর হয়েছিল সে সম্বন্ধে ঠাকুর বলেন-"ন্যাংটা জ্ঞানীর কথা বলত... জলে জল, অধ... ঊর্ধ পরিপূর্ণ; জীব যেন মীন, সেই জলে সাঁতার দিচ্ছে। জ্ঞানীর ধ্যান আর এক রকমের হয়। কেমন জানো?... অনন্ত আকাশ, তাতে পাখি আনন্দে উড়ছে... পাখা বিস্তার করে!... চিদাকাশে আত্মা পাখি, পাখি খাঁচায় নাই; চিদাকাশে উড়ছে আর উড়ছে... আনন্দ ধরে না...!" অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্বর্গীয় অনুভূতি কে বুঝবে? সেই অহঙ্কার শূন্য সমাধির অবস্থা তিনি মুখে বলতে পারেননি। ঠাকুর বলছেন: "পূর্ণ জ্ঞানের পর... অভেদ। পূর্ণ জ্ঞানে সমাধি হয়। অহম তত্ত্বও থাকে না" সমাধিতে কী অনুভূতি হয় তা মুখে বলা যায় না। নেমে এসে একটু আভাসের মতো বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর ওঁ ও বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্মা, বেদ-বিধি বার মুখে বলা যায় না। সেখানে আমি তুমি নাই। "হৃদয় বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দীক্ষা সম্বন্ধে বলতেন- " ন্যাংটা ট্যাংটাকে যে গুরু করেছিলুম, সেটা কেবল বেদ বিধির প্রমাণ আর তার মান রাখার জন্য। সাধনার সময়ে আমার ভেতর থেকে ঠিক আমার মতো এক সন্ন্যাসী বালক মূর্তি বার হয়ে আমাকে উপদেশ করত। আর যতক্ষণ না সেই মূর্তি আবার শরীরে ঢুকত ততক্ষণ বাহ্যজ্ঞান হত না...। একবার মণির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মণি বলছেন- "আপনি তো বলেন, দুটি জিনিস বই তো আর কিছু নাই। ব্রহ্ম আর শক্তি। আর বলেছেন ব্রহ্মজ্ঞান হলে ওই দুটি এক বোধ হয়, একের দুই নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বলছেন- "নানা মত বটে। ন্যাংটা বলত, মতের জন্য সাধুসেবা হল না। এক জায়গায় ভাণ্ডারা হচ্ছিল। অনেক সম্প্রদায়। সবাই বলে আগে সেবা নেব, তারপর অন্য সম্প্রদায়। কিছুই মীমাংসা হল না, শেষে সকলে চলে গেল।" অধ্যাত্ম সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে সাধকেরা উচ্চাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁদের ইচ্ছাশক্তিই তখন পরমাত্মার ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। অষ্ট সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন তোতাপুরীজী। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা কেমন ছিল... "ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্বত শিখরে, বায়ুবিকম্পিত নদীর তীরে, দিগন্তব্যাপী প্রান্তর মধ্যে ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন- বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল। কী আশ্চর্য! কে এরূপ করিল?... ভক্তেরা কেহ কেহ ওইরূপ চিন্তা করিতেছেন...। কীরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, মা আমি তোমার শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্ট সিদ্ধি চাই না, কেবল এই করো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি হয়, নিষ্কাম অমলা, অহৈতুকী ভক্তি হয়।

তোতাপুরীজী ছিলেন যুগাচার্য পরমহংস। যুগপ্রয়োজনে এবং ঐতিহাসিক কারণে জগতে তাঁর পুণ্য আবির্ভাব। বৈদিক সনাতন ধর্মের জনের প্রদীপ হাতে তিনি অজ্ঞানের কালিমা দূর করেছেন। প্রায় তিন শতাব্দী কাল তোতাপুরীজীর তপস্যাপূত জীবন মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়েছিল। মহাপরিব্রাজনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সর্বজীবের প্রতি মমত্ববোধ ও দয়া। অথৈতী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সংসারী মানুষদের। কখনও উপেক্ষণ করেননি। বর্তমানকালে সমাজে জনজীবনে যে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তার ১ন্য প্রয়োজন অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রচার ও প্রসার। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিপথ ধরে ব্রহ্ম জ্ঞানে পৌঁছন। আর তোতাপুরীজীর পথ জ্ঞানের পথ। তোতাপুরীজীর প্রথম জ্ঞান হল "এমা সত্য, জগৎ মিথ্যা"। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, "প্রথাও সত্য, জলাখ সত্য"। তোতাপুরীজীর পরে জ্ঞান হল, "রক্ষা সতা, জগৎও সত্য"। আর শ্রীরামকৃষের জ্ঞান হল, ব্রহ্মা সত্য, জগৎ মিথ্যা"। অদ্বৈত জ্ঞান লাভের পর শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞানীর অবস্থা হয়েছিল। বিজ্ঞানীর অবস্থা আর বিশিস্থাদ্বৈতব্যদের সিন্ধাবস্থা একইরকম। তবে বিজ্ঞানী অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি করে ভক্তিপথে অবস্থান করেন। তিনি দেখেন, এই জীব, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান... এসব তাঁর এ ঐশ্বর্য। ঈশ্বর যাড়ৈশ্বর্যে পূর্ণ। মহামনীষী রৌমা রৌলা বলেছেন- "শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ভারতের বহু শতাব্দীর সাধনার ফল। ভবিষ্যৎ ভারতও এই দিবা জীদন হতে অনুপ্রেরণা লাভ করবে। বৃক্ষের সমস্ত মাতুর্য্য আহরণ করে বৃক্ষের জীবন সার্থক করে উৎপন্ন হয় সুমিষ্ট ফল। সেই * ফলের মধ্যেই থাকে বীজ। সেটি হতে অঙ্কুরিত হয় নতুন একটি জীবন। তাই মনে হয় অবতারে বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আর ব্রহ্মাজানী সিদ্ধপুরুষ তোতাপুরীজীর তপস্যা রঞ্জিত জীবন একাধারে ভারতবর্ষের অতীত সাধনার ফল ও ভবিষ্যত আধ্যাত্মিক জগতের অঙ্কুরিত বীজ। অবতারপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে।

পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মা। বশিষ্ট, পরাশর, ব্যাসদের, শুকদেব প্রমুখ আচার্যগণ অবতরণ করেছেন। বর্তমান যুগেও গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, শঙ্গরাচার্য, রামানুজ, কবীর, নানক, তৈলঙ্গস্বামী, বামাক্ষ্যাপা, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিশ্বজননী মা আনন্দময়ী, অবতারবরিষ্ঠ নামাবতার আমার গুরুদেব ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারামবাস ওঙ্কারনাথদেব, গুপ্তযোগী কালীপদ গুহরায়, ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা যুগপুরুষভগবান প্রমুখ মহামানবের অবতরণ পৃথিবীতে হয়েছে বারবার। এই ধারাতেই আবির্ভাব হয়েছিল তোতাপুরীজীর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে বেদময় দেববাণী ঋষিরা সরস্বতী তীরে শুনিয়াছিলেন, যে বাণী গিরিরাজ হিমালয়ের শুঙ্গে শৃঙ্গে মহাযোগী তাপসদেব কর্ণে একদা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, যে বাণী সর্বগ্রাহী মহাবেগমতী নদীর আকারে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়াছিল, আজ আবার সেই দেববাণী সকলে শুনিতেছি। এই বাদী প্রতিদিন নব শক্তিতে শক্তিমতী হইতেছে। এই দেববাণী পূর্ব পূর্ব যুগে অনেকবার শুনা গিয়াছে, কিন্তু আজ যাহা আমরা শুনিতেছি তাহা ওই সমস্ত পুরীতে তোতাপুরীজীর একটি চমৎকার আশ্রম আছে। অদ্বৈত রক্ষাশ্রম। পুরীর স্বর্ণদ্বার থেকে চা বেশ নির্জন, দেখেছি সেটি। অনেকখানি জায়গা নিয়ে অপূর্ব আশ্রমটি। সামনেই সুদৃশ্য একটি তোরণ। চারদিকে। সবুজ।। ওনার ব্যবহার করা পবিত্র জিনিসগুলি সযত্নে রাখা আছে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সাধনার এটি দুর্লভ পরিমণ্ডল এটি। এখানকার প্রকৃতিতে আকাশে বাতাসে এক অনাবিল আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ। কিলোমিটার। লোকালয় থেকে একটু দূরে আশ্রমটি বাণীর সমষ্টি।"

"রাজকীয় বেশ পথে পথে ঘোরে, কেউ মূল্য দেয় না তার। সবাই সমান হেথায় জানি, বেদান্তপথে মহিমা অপার।" শূন্য আসনের অনাবিল উজ্জ্বল ছাঁটা ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। নিষ্কাম অমলা পুরুষ বসে আছে সবার ওপরে। চারিদিকে ভিড় করে আছে যতসাধনপ্রেমী নিরাকার এথা। তাদের কেউ মূর্তিরূপে নিরাকার, কেউ ঘটরূপে নিরাকার, কেউ বৃক্ষরূপে নিরাকার, কেউ আবার মানুষরূপে নিরাকার। আকারে নিরাকারে ভক্তির প্রসাদ অম্লান বদনে গান করছেন সাধকের দল। পথ ভোলে না কেউ, হারানোর ভয় নাই তাই। সব পথ মিশে যাচ্ছে শূন্য আসনেরা পানে। এখন শুধু অবিশ্রামী পথচলা। যে পথ চিহ্নিত হয়ে আছে মহামানবের পায়ের ছাপে। শ্রবণের আলোকে * মননের অন্বেষণে নিদিধ্যাসনের যাত্রা। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

25-08-24.pmd 1 26-08-2024, 12:19

“জিরো স্ক্র্যাপ মিশন”-এর দিকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অগ্রগতি

বিগত অর্থবর্ষে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করে ২০০ কোটি টাকারও বেশি আয়

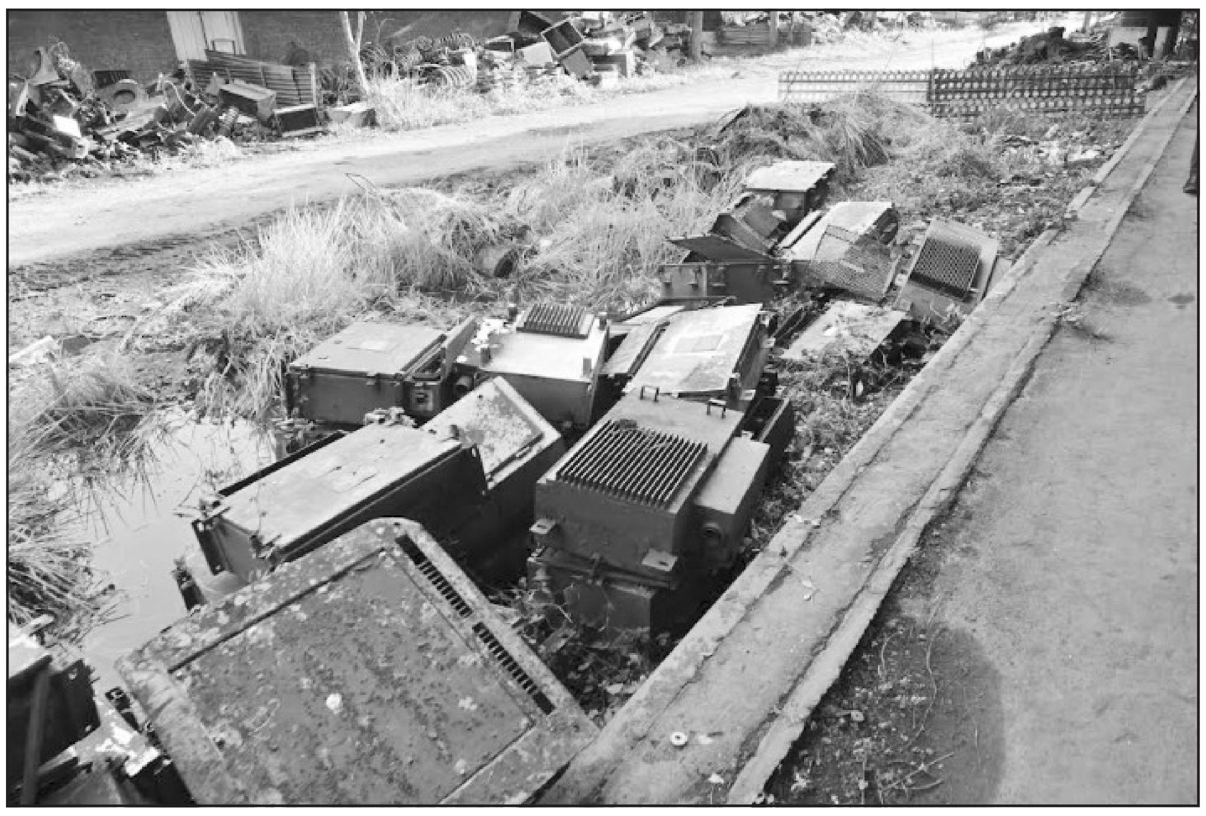

মালিগাঁও, ২৫ আগস্ট, ২০২৪: বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য সামগ্রী থেকে নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ইউনিটকে মুক্ত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই মিশনের অধীনে বর্জ্য মুক্ত নিশ্চিত করতে স্টেশন, ডিপো, শেড, ওয়ার্কশপ ও সেকশনগুলির ধারাবাহিকভাবে নিরীক্ষণ করা হয়।

“জিরো স্ক্র্যাপ মিশন”-এর অংশ হিসেবে বিগত অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৩৬২৮ এমটি স্ক্র্যাপ রেল/পি-ওয়ে উপকরণ এবং ১৯১৯২ এমটি বিভিন্ন বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করে ২০২.৮৪ কোটি টাকা রাজস্ব উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া একই সময়ের মধ্যে জরাজীর্ণ রোলিং স্টক তথা ২৬টি ডিজেল লোকোমোটিভ, ২৪৭টি কোচ এবং ২৮৪টি ওয়াগনও বিক্রি করা হয়।বর্তমান অর্থবর্ষের ২০২৪-এর জুলাই পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৪১.৫৮ কোটি টাকা মূল্যের স্ক্র্যাপ রেল, পি-ওয়ে উপকরণ, অচল কোচ, ওয়াগন এবং লোকোমোটিভ বিক্রি করেছে, যা বিগত বছরের একই সময়ের ৩০.৮৮ কোটি টাকার তুলনায় ৩৪.৬৫ শতাংশ বেশি।‘জিরো স্ক্র্যাপ মিশন’ অভিযানের ফলে শুধুমাত্র যে ভারতীয় রেলওয়ের রাজস্বই উৎপন্ন হয়েছে, তা নয়, বরং এর পাশাপাশি বর্জিতাংশ সহ অন্যান্য উপাদান জমা করার স্থানও তৈরি করেছে। এর ফলে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পাশাপাশি স্টেশন, কর্মক্ষেত্র ও চারপাশের এলাকার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়াও রেলওয়ে চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ অনকূল করে রাখার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হয়ে উঠেছে।

তামিলনাড়ুতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত দুই

ডিন্ডিগুল, ২৫ আগস্ট (হি.স.): ফের বাজি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মৃত্যু হয়েছে দুজনের। ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুল জেলার নাথমে।

জানা গেছে, ওই বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের খবর ছড়াতেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে ডিন্ডিগুলের এসপি প্রতীপ জানিয়েছেন, ডিন্ডিগুল জেলার নাথমে একটি বাজি তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে। ঠিক কী কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঝাবুয়ার সাফাইকর্মীদের প্রশংসা মোদীর, উচ্ছ্বসিত মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

ভোপাল, ২৫ আগস্ট (হি.স.): রবিবার ১১৩তম পর্বের ”মন কি বাত” অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ার সাফাইকর্মীদের প্রশংসা করেন নরেন্দ্র মোদী। এতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব। তিনি বলেন যে, আমি খুশি যে প্রধানমন্ত্রী মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানে গোটা দেশের সাথে যুক্ত হয়ে একটি ভিন্ন ধারা তৈরি করেছেন। আমাদের আদিবাসী অঞ্চল ঝাবুয়ায় বর্জ্যকে শিল্পে রূপান্তরিত করার প্রয়াসের কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও উল্লেখ করেছেন। ঝাবুয়াবাসীকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

উল্লেখ্য, বর্জ্যকে শিল্পে রূপান্তরিত করার জন্য ঝাবুয়ার সাফাইকর্মীদের যে অসাধারণ উদ্যোগ তারই এদিন প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, এঁরা প্লাস্টিক বর্জ্য, টায়ার এবং বোতল থেকে অত্যাশ্চর্য ভাস্কর্য এবং আসবাবপত্র তৈরি করেছে, যা ”ওয়েস্ট টু ওয়েলথ” দর্শনকে দৃঢ় করে। এই সৃজনশীল প্রয়াস শুধুমাত্র একটি স্থানীয় পার্ককেই সুন্দর করেনি বরং আশেপাশের জেলার মানুষদেরও আকৃষ্ট করেছে। এটা পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির বিষয়কেই প্রদর্শন করে।

জলপাইগুড়িতে বালি পাচার বন্ধ করল পুলিশ, বাজেয়াপ্ত সাতটি ডাম্পার

জলপাইগুড়ি, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : বালি পাচার রুখল জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযানে বাজেয়াপ্ত সাতটি ডাম্পার। গ্রেফতার ডাম্পার চালকরা। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওদলাবাড়ি থেকে বেআইনিভাবে বালি তুলে রাতের অন্ধকারে ওই বালি গুলি ডাম্পার বোঝাই করে নিয়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে রাজগঞ্জের বর্ডার সংলগ্ন এলাকায় ফেলার চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে যায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। একে একে সাতটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করে। পাশাপাশি আটক করা হয় চালকদের।কাগজপত্র সঠিক দেখাতে না পারলে ডাম্পার গুলি বাজেয়াপ্তর পাশাপাশি বালি পাচারের অভিযোগে চালকদের গ্রেফতার করতে পারে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। পাচারের ক্ষেত্রে নয়া কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায় পাচারকারীদের। কার্যত পুলিশের থেকে বাচঁতে ডাম্পারদের নম্বর প্লেট কাদা মাটি দিয়ে ঢেকে রাখছে

আর জি কর-কাণ্ডে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়রের পলিগ্রাফ টেস্ট শুরু

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর-কাণ্ডে রবিবার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়রের পলিগ্রাফ টেস্ট শুরু করেছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা।বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন অভিযুক্ত।

শনিবার সেখানেই পৌঁছে যান সিবিআই আধিকারিকরা। তবে টেকনিক্যাল কারণে তা করা সম্ভব হয়নি। জেলে কতটা এই টেস্ট সম্ভব তা খতিয়ে দেখে আসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সি।এরপর রবিবার শুরু হয় অভিযুক্তের পলিগ্রাফ টেস্ট।জানা যাচ্ছে, পলিগ্রাফ টেস্টের তত্ত্বাবধানে রয়েছে সিবিআই-এর স্পেশাল টিম।এছাড়াও সিএফএসএল -এর তত্ত্বাবধানে হচ্ছে পলিগ্রাফ। ২ টি ডিভাইস রয়েছে এসসিবি-র হাতে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরায় বারবার গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি।

এর আগে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল, ওই সিভিক ভলান্টিয়র নিজের দোষ কবুল করে ফাঁসির দাবি করেছিলেন। তবে কেন্দ্রের গোয়েন্দাদের সামনে পড়তেই তিনি কার্যত বয়ান বদল করছেন বারেবারে। কখনও বলছেন, ঘটনার দিন তিনি সেমিনার রুমে যাননি। উঁকি মেরে দেখেছিলেন শুধু। কখনও বলছেন সেমিনার রুমে নাকি কেউ ছিল না। ফলত, বয়ান বদল করে তিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বলে জানা যাচ্ছে সিবিআই-এর তরফে। সেই কারণে অভিযুক্তের পলিগ্রাফ টেস্ট প্রয়োজন বলেই মনে করেছেন গোয়েন্দারা। এদিন সিভিক ভলান্টিয়র ছাড়াও বাকি দুই চিকিৎসক এর পলিগ্রাফ টেস্ট করা হচ্ছে।

এবার পুজোর অনুদান প্রত্যাখ্যান করল কোন্নগর মাস্টারপাড়া

হুগলি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে এবার কোন্নগরে পুজোর অনুদান বয়কট করল কোন্নগর মাস্টারপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। দুর্গোৎসব কমিটি পল্লিবাসীদের সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবার পুজো অনুদান বয়কট করবে তাঁরা। টোটোয় মাইক বেঁধে ফ্লেক্স ছাপিয়ে অনুদান বয়কটের কথা প্রচার করেন পুজো কমিটির সদস্যরা।

এর আগে উত্তরপাড়ার তিনটি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই উত্তরপাড়া থানা এলাকারই কোন্নগর মাস্টারপাড়ায় এবার পুজোর অনুদান প্রত্যাখ্যান করল। রবিবার পুজো কমিটির সদস্য সোমা চক্রবর্তী বলেন, “উৎসব পরে আসে আগে আমাদের সম্মান।আমরা নারী আমরা বাইরে কাজ করি বা বাড়িতে থাকি আমাদের সম্মানের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্মানও জড়িয়ে থাকে। সেই জায়গাটাতেই আঘাত আসছে। আমরা প্রথমে দোষীর শাস্তি চাই। কারণ শাস্তি না হলে এটা প্রমাণ হয়ে যায় অপরাধ করেও কোন শাস্তি হয় না। আমরা এই ঘটনাটা থেকে সরতে পারছি না।তাই আমরা বলছি অনুদান না আগে মানুষ হিসেবে সেই মর্যাদা সেই মূল্যটা পাই।”

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বঙ্গরত্ন ফেরাতে চান সাহিত্যিক পরিমল দে

আলিপুরদুয়ার, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর কাণ্ড নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতিতে উষ্মা প্রকাশ করে বঙ্গরত্ন সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট সাহিত্যিক পরিমল দে। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে নৈরাজ্য চলছে। দুর্নীতির পাশাপাশি আর জি করে যে অমানবিক ঘটনা ঘটেছে, তাতে উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলা। এই বাঙালি, বঙ্গবাসী, ভারতের নানা প্রান্তে যাঁরা আন্দোলনে শামিল, তাঁদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করার জন্য রাজ্যের দেওয়া বঙ্গরত্ন সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনে পথে নামতে পারছি না।’ সাহিত্যিকের কথায়, ‘আমাকে যাঁরা বিবেচনা করেছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে মর্যাদাকে রাখতে পারলাম না।’ প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে পরিমলবাবুকে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বঙ্গরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার কর্মসূচির ঘোষণা সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফুঁসছে গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার কর্মসূচির ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।রবিবার শ্যামবাজারের ধরনা মঞ্চ থেকে একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি। সোমবার বাড়িতে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদের ডাক সুকান্ত মজুমদারের। তিনি আরও বলেন, “এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রত্যেক আন্দোলনে আমাদের সমর্থন আছে। আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার হলে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে পাশে থাকব। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ধর্মতলায় ধরনা। পুলিশ অনুমতি না দিলে, আদালতে যাব। আদালতের পথ খোলা।” রাজ্য মহিলা কমিশনের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন সুকান্ত। বলেন, “রাজ্য মহিলা কমিশন গোটা বছর ঘুমোয়।

যদি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসে তখন জাগে। মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে ঘুমন্ত মহিলা কমিশনের দপ্তরের দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে।” মূলত গেরুয়া শিবিরের নারী ব্রিগেড আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে। দলের মহিলা সদস্যদের কাছে সুকান্তর আর্জি, কমপক্ষে ১ জন করে পরিচিত মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে যোগদান করতে হবে।আগামী ২৯ আগস্ট জেলায় জেলায় জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচি রয়েছে বিজেপির। ওইদিন দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে ঘেরাও।এর পর আগামী ২ সেপ্টেম্বর রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্লকে বিজেপি কর্মীদের একদিনের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা-১২টা প্রতিটি মণ্ডলে রাস্তা অবরোধ করবে বিজেপি। সুকান্তর হুঁশিয়ারি, “ওইদিন একটি যানবাহনও চলতে দেওয়া হবে না। এক ঘণ্টার জন্য বাংলা স্তব্ধ থাকবে। আবশ্যিক পরিষেবায় শুধুমাত্র সহযোগিতা করবেন বিজেপি কর্মীরা।”

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর দুই, অল্পেতে রক্ষা পেল এলাকা

কমলপুর, (ত্রিপুরা), ২৫ অগাষ্ট (হি. স.) অল্পেতে রক্ষা পেল ধলাই জেলার উত্তর হালহালি চল্লিশ ফুট এলাকা। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর আহত দুই জন। রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ বীরেন্দ্র মালাকারের বাড়িতে এই ঘটনা। বীরেন্দ্র মালাকারের নাতির ব্রত ছিল এদিন। এই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিতদের জন্য রান্না বান্না করছিলেন বীরেন্দ্রর ভাই মহেন্দ্র মালকারের ছেলে দেবাশীষ মালাকার এবং ভাইপো দিলীপ মালাকরের ছেলে দোলন মালাকার। গ্যাসে রান্না করছিলেন তারা। একটি সিলিন্ডার থেকে দুটো চুলায় সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই সংযোগে কোন ভাবে সমস্যা হওয়ায় ফেটে যায় সিলিন্ডার। গুরুতর আহত হন পাশে থাকা দেবাশীষ ও দোলন। আহত দুইজনেক সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসা হয় কমলপুর বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে আহতদের। এই বিষয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানালেন, দুজনেরই প্রায় ত্রিশ শতাংশ পুড়ে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

রবিবার যুব মোর্চার উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালানো হয়। নিজস্ব ছবি।

ট্রেনের বগি খুলে বিপত্তি, হতাহতের খবর নেই

বিজনৌর, ২৫ আগস্ট (হি.স.): রবিবার আবারও ট্রেন দুর্ঘটনা। উত্তর প্রদেশে দুর্ঘটনার মুখে পড়লো যাত্রীবাহী ট্রেন। ১০টি বগি খুলে গিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কীভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গেছে, রবিবার ভোরে উত্তর প্রদেশের চক্রজ মাল এলাকার কাছে এসে আচমকা খুলে যায় ফিরোজপুর থেকে ধানবাদগামী গঙ্গা-শতদ্রু এক্সপ্রেসের ১০টি বগি। দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচেছেন যাত্রীরা। বেশ কিছুক্ষণ পরে অবশিষ্ট বগিগুলি নিয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন ধানবাদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

তেজস্বী যাদবকে নিশানা প্রশান্ত কিশোরের

পাটনা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : সম্প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে বিহার সরকারের সমালোচনা করছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। এবার তেজস্বীকে সেই নিয়ে পাল্টা নিশানা করলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। তিনি বলেন, তেজস্বী যাদবের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। তিনি দুর্নীতি, জাতপাত নিয়ে মন্তব্য করতেই পারেন, সেই নিয়ে বিরোধিতা করা যায়। কিন্তু তেজস্বী উন্নয়ন নিয়ে বক্তব্য রাখলে হাস্যকর মনে হয়। কারণ তিনি এবং তাঁর পরিবার বিগত ১৫ বছর রাজ্যের ক্ষমতায় ছিলেন। মাসছয়েক আগেও তাঁর দল সরকারে ছিল, তখন বিহার সুইজারল্যান্ড ছিল, এখন খুনের রাজ্য মনে হচ্ছে তাঁর। আবার যদি নীতীশ কুমার পাল্টি খায় তখন আবার তেজস্বী বিহারকে সুইজারল্যান্ড মনে করবেন বলে কটাক্ষ করেন প্রশান্ত কিশোর।

নন্দীগ্রামে তাজপুর সমবায় সমিতিতে বিপুল জয় পেল বিজেপি

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : : নন্দীগ্রামে তাজপুর সমবায় সমিতিতে বিপুল জয় পেল বিজেপি। দীর্ঘ টালবাহানার পরে রবিবার নন্দীগ্রামের তাজপুর সমবায় সমিতির নির্বাচন ছিল। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ১৮ টি এবং বিজেপি ১৮ টি আসনে এবং সিপিআইএম ৭ টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল।নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরে দেখা যায় বিজেপি ১৮ আসন ১৫টি জয় লাভ করে বোর্ড দখল করে। আর তৃণমূল সমর্থিতরা পান ৩ টি আসন। এই জয়ের পরে আবির খেলায় মেতে ওঠে বিজেপি কর্মী সকর্থক থেকে নেতৃত্ব।

অনুব্রত-কাজল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উত্তপ্ত নানুর

নানুর, ২৫ অগস্ট (হি. স.) : অনুব্রত-কাজল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উত্তপ্ত নানুর। অনুব্রত মণ্ডলের জেল মুক্তির কামনায় দাতা বাবার মাজারে চাদর চড়াতে যাওয়ায় বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ। অভিযোগের তীর বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের লোকজনের বিরুদ্ধে। রীতিমতো বাইক বাহিনী নানুরের গ্রামে গ্রামে তাণ্ডব চালায়, মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখায়, ঘর বাড়ি লুটপাট করে।এই মর্মে নানুর থানায় ও বোলপুরের এসডিপিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ করেন অনুব্রত অনুগামীরা।

গোরু পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ের মামলায় তিহারে বন্দি অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রতর জেল যাত্রার পর তাঁরই একদা যুযুধান নানুরের যুবনেতা ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ ভোটে জিতে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি হন। বর্তমানে তিনি দলের জেলা কোর কমিটির সদস্যও।অভিযোগ, নানুরের নওনগর-কড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের নবস্থা, পুরন্দরপুর, ছাতিমগ্রাম এলাকার অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামীরা পাথরচাপরির দাতাবাবার মাজারে চাদর চড়াতে গিয়েছিল অনুব্রত মণ্ডল ও সুকন্যা মণ্ডলের জেল মুক্তির কামনায়। তারপর গ্রামে ফিরতেই তাদের বেধড়ক মারধর করা হয়। কাজল শেখের অনুগামীরা গ্রামে গ্রামে বাইক নিয়ে তাণ্ডব চালায়, মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখায়, ঘর-বাড়ি ভাঙচুর করে। এই মর্মে নানুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন অনুব্রত অনুগামীরা। পরে এদিন, বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়ালের কাছেও লিখিত অভিযোগ করা হয়। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে অনুব্রত অনুগামীদের, এমনটাই জানান তারা। আরও অভিযোগ, নানুর থানায় অভিযোগ করেও কোন ফল হচ্ছে না। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যদিও, এই ঘটনায় কোন মন্তব্য করতে চাননি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ।

আহত সাহাবুল খান, রিপণ শেখ, শেখ হাসু বলেন, ‘অনুব্রত মণ্ডল যাতে ছাড়া পান তারজন্য আমরা দাতাবাবার মাজারে চাদর চড়াই। গ্রামে ফিরতেই কাজল শেখের লোকজন মারধর করে। মাথা বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখায়। সকালেও গ্রামে গ্রামে বাইক নিয়ে তাণ্ডব করছে। পুলিশকে জানিও কোন লাভ হচ্ছে না। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। আমরা দীর্ঘ দিন তৃণমূল করি, অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী আমরা। আর এটাই আমাদের অপরাধ।’

কন্টাই একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ২০ বছর পূর্তি

কাঁথি , ২৫ আগস্ট (হি.স.): রবিবার কন্টাই অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসএর ২০ তম বর্ষ উপলক্ষ্যে পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠান হলো কাঁথি মডেল ইন্সট্রিটিউশানে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় উত্তম বারিক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মডেল স্কুলের এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবব্রত পাল। এছাড়া বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন, সরদা পঞ্চায়েত প্রধান ভবানী কর, উপ প্রধান সমীর পাণ্ডব,অযোধ্যাপুর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুব্রত বেরা, সৌরভ কর, তপন দাস, গৌতম সিনহা, তপন জানা, দীপু খান প্রমুখ। উপস্থিত ছাত্র ও ছাত্রী ও অভিভাবক ও অতিথিদের মধ্যে রাখি বন্ধন করে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়।

ছাত্র ছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগন। কবিতা, আবৃত্তি , বিশেষ করে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এই বিষয়ে কবিতা পাঠ করেন ছাত্র ও ছাত্রীরা। অতিথিরা ছাত্র ও ছাত্রীদের পুরষ্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আসা অতিথিগণ কন্টাই অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসএর ভূয়সী প্রসংসা করেছেন। এবং আগামীদিনে এই ফাইন আর্টসএর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সঞ্চলনা করেন মিলন কর। সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানায় অ্যাকাডেমির অধক্ষ্য প্রনব জানা (বাপি)।

সরকারি স্কুলে উন্নত মানের পড়াশোনার প্রস্তাব

হলদিয়া, ২৫ আগস্ট (হি.স .): সরকারি স্কুলে উন্নত মানের পড়াশোনার প্রস্তাব শিক্ষকদের সংগঠন শিক্ষা আলোচনা সোসাইটির। এর উদ্যোগে রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রাজ্য স্তরের সপ্তম বার্ষিকী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো হলদিয়ার পুনর্বাসন হাই স্কুল অডিটোরিয়ামে। এই আলোচনা সভায় শিক্ষার বিভিন্ন রকম প্রস্তাব গৃহীত হয়ে থাকে।যা অবশ্য পরে সরকারিভাবে রূপদান করে। এদিন আলোচনা সভার মাধ্যমে আটটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় , যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলেমিশে সম্মেলন হবে। এতদিন শুধুমাত্র শিক্ষকরা সম্মেলন করতো। এবার থেকে নতুন এক উদ্যোগ প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু অভিভাবকের প্রবণতা রয়েছে সরকারি স্কুলে তার সন্তানকে না পড়িয়ে,বেসরকারি স্কুল ,কিংবা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে। সেজন্য সরকারি স্কুলে উন্নত মানের পড়াশোনার পরিকাঠামো তৈরি করতে পারলে ,আবার সরকারি স্কুল জনপ্রিয় হবে। সম্মেলনে এমনই আলোচনা আলোচিত হয়।

পুকুরে ডুবে নাবালকের মৃত্যু

বিহার শরীফ, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার সকালে ইসলামপুর থানার কাবাই গ্রামে পুকুরে ডুবে ১১ বছরের এক নাবালক শিশুর মৃত্যু হয়। মৃত শিশুর নাম শাহানবাজ। সে ইসলামপুর ব্লকের মালভিগাহা গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের তরফে জানা গেছে, রবিবার সকালে সে তার বন্ধুদের সাথে পুকুরে হাত-পা ধোওয়ার সময় ভারসাম্য হারিয়ে পুকুরের জলে পড়ে ডুবে যায়। ঘটনাটি দেখে সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা গ্রামবাসীকে খবর দেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জন্মদিনে কেক বানাতে কি কি উপাদন কতটা মেশাতে হবে জেনে নিন

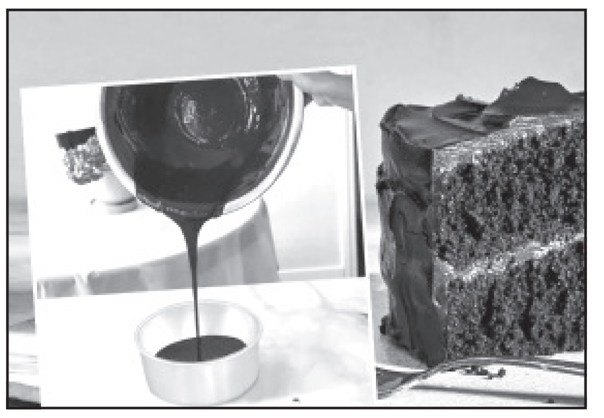

খুদের জন্মদিনে নিজে হাতে কেক তৈরি করতে চাইছেন? কোন উপাদান, কতটা মেশাতে হবে, সে সব জেনে নিয়েছেন। কিন্তু জানেন কি, যে পাত্রে কেক বেক করবেন, তাতে যদি সঠিক ভাবে তেল বা মাখন লাগানো না হয়, তা হলে পুরো পরিশ্রমটাই বিফল হতে পারে?

প্রেসার কুকার বা মাইক্রোওয়েভ অভেন কিংবা ওটিজি, কেক যেখানেই তৈরি করুন, সেই কেক পাত্র থেকে বার করতে গিয়ে কোনওটা একটাং অংশ যদি ভেঙে যায়, বা খানিকটা খুবলে যায়, দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। কেক যাতে বেকিং-এর পাত্র থেকে সহজ ভাবে বেরিয়ে আসে, তাই এই পদ্ধতিও গুরুত্বপূর্ণ।

কেকের পাত্রে তেল বা মাখনলাগানোর সঠিক পদ্ধতি

প্রথমে পাত্রের নীচের অংশে একটু তেল বা নরম মাখন ব্রাশের সাহায্যে লাগিয়ে সেই মাপের বাটার পেপার বসিয়ে দিতে হবে। বাটার পেপারের উপর থেকেও কিছুটা তেল বা মাখন দিয়ে ব্রাশ করতে হবে।

শুধু পাত্রের নীচের অংশই নয়। পাশের সমস্ত অংশেই তেল অথবা মাখন বেশ ভাল করে লাগাতে হবে। বাটার পেপার হাতের কাছে না থাকলে মাখন বা তেল মাখিয়ে নেওয়ার পর অল্প একটু ময়দার গুঁড়ো পাত্রের নীচ থেকে ধারগুলিতে লাগিয়ে নিতে পারেন। এতেও সুবিধা হবে। তবে অতিরিক্ত ময়দা যেন না থাকে। তা হলে কেকের নীচে ও আশপাশের অংশে ময়দার পরত লেগে স্বাদের বারোটা বেজে যেতে পারে।

তেল না মাখন

তেল না কি মাখন, কেকের পাত্রে কোনটি লাগাবেন? মাখনের বাড়তি স্বাদ ও গন্ধ থাকে। পাশাপাশি, মাখনের স্তরও একটু পুরু হয়। ফলে বেকিং এর পর সহজেই পাত্র থেকে কেক বার করা যায়। তবে তেলও ব্যবহার করা যায়। এতেও কোনও অসুবিধা হবে না।

ছাতু খেলে ঝরবে ওজন

শরীরচর্চা করার পর প্রচণ্ড খিদে পায়। কী খাবেন ভেবে না পেয়ে অনেক সময়ে ছাতু খেয়ে নেন। আবার সকালে কাজে বেরোনোর আগে তাড়াহুড়োতে খুব বেশি রান্না করার সময় না পেলেও অনেকে ছাতু-মুড়ি খেয়ে থাকেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, শুধু পেট ভরানোর জন্য নয়, ছাতু প্রোটিন সাপ্লিমেন্টের বিকল্প হিসাবে কাজ করে।

শরীরচর্চা করার পর বাইরে থেকে প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট না খেয়ে ছাতু খেলেও একই কাজ হবে। এ ছাড়া ছাতুর মধ্যে সহজপাচ্য ফাইবার থাকায় হজম সংক্রান্ত সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরাও ছাতু খেলে উপকার পাবেন। শরীরচর্চা করার পর পেশিতে ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। ছাতু খেলে পেশির ক্ষতও নিরাময় হয়। তবে ছাতু খাওয়ারও নিয়ম আছে। কী ভাবে ছাতু খেলে শরীরের উপকার হবে জেনে নিন। ছাতু খাওয়ার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল শরবত করে খাওয়া। চট করে বানিয়ে ফেলা যায়। খুব বেশি উপকরণেরও প্রয়োজন নেই। পানীয় হিসাবে খেলে তেষ্টা তো মেটেই। ছাতুর পুষ্টিগুণ শোষণ করার প্রক্রিয়াও সহজ হয়।

কী ভাবে বানাবেন ছাতুর শরবত?

উপকরণ:

১ গ্লাস জল

৩ টেবিল চামচ ছাতু

আধ চা চামচ বিটনুন

আধ চা চামচ জিরে গুঁড়ো

১ টেবিল চামচ লেবুর রস

পদ্ধতি:

গ্লাসে পরিমাণ মতো জল নিয়ে সমস্ত উপকরণ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। খিদে পেলে শরবতের মতো খেয়ে নিন।

বর্ষায় চুল পড়া রুখতে এবার পেঁয়াজ, রসুনের পর আদা ব্যবহার

চুল বা মাথার ত্বকে নানা রকম সমস্যা বশে রাখতে ঘরোয়া টোটকা হিসাবে অনেকে পেঁয়াজের রস মাখেন। আবার, একই ভাবে রসুনের তেলও কার্যকরী। তবে বর্ষাকালে চুল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খুশকির দাপটও বাড়ে। কেশচর্চা বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই সমস্যা বশে রাখতে পেঁয়াজ, রসুনের মতো আদাও কিন্তু কাজের। চুল পড়া রুখতে, খুশকি দূর করতে আদার রস মাথায় মাখা যেতে পারে। মাথার ত্বকে আদা মাখবেন কেন? ভাল চুলের গোপন কথা লুকিয়ে থাকে মাথার ত্বকে। স্ক্যাল্পের স্বাস্থ্য ভাল না হলে চুলের মান ভাল হতে পারে

না। তার জন্য শুধু শ্যাম্পু করলে বা তেল মাখলেই হবে না। মাথার ত্বকে রক্ত চলাচল ভাল করতে এবং পিএইচের সমতাও বজায় রাখতে হবে। আদার মধ্যে রয়েছে "জিঞ্জারল" নামক একটি উপাদান। যা আসলে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসাবে কাজ করে। চুলের ফলিকলগুলিকে উদ্দীপিত করতে এই উপাদানটির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

কী ভাবে মাখবেন আদা?

আদা থেঁতো করে রস বার করে নিতে পারেন। না হলে গ্রেট করে নেওয়া যেতে পারে। এ বার মাথার ত্বকে আদার রস মেখে কিছু ক্ষণ রেখে শ্যাম্পু করে নিতে হবে। আবার, নারকেল তেলের সঙ্গে আদার রস মিশিয়ে মাখেন অনেকে। খুশকি কিংবা ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ দূর করতে এই টোটকা দারুণ কাজ করে।

বাড়ির গাছ পরিচর্যায় কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন?

মন শান্ত করতে অনেকেই বাড়ির বারান্দাটি গাছপালা দিয়ে সাজিয়ে রাখেন। সবুজের মাঝে সময় কাটালে এমনিতেই মন ভাল হয়ে যায়। শখ করে বাড়িতে অনেক গাছ নিয়ে আনলেও তাদের যত্ন নেওয়া কিন্তু মোটেই সহজ কাজ নয়। গাছেদের যত্ন নিতে হবে, তাদের পিছনে সময় দিতে হবে, তবেই সে হেসেখেলে বেড়ে উঠবে। গাছের পরিচর্যার সময় কিছু ভুল অনজান্তেই তাদের ক্ষতি হতে পারে। জেনে নিন, কোন ভুলগুলি নতুন বাগান করতে গিয়ে বেশির ভাগ মানুষ করে ফেলেন। ১) গাছ কেনার পর সকলে অতি উৎসাহী হয়ে বেশি বেশি জল দিয়ে ফেলেন। তাতে হিতে বিপরীত হয়। কম জল পেলে যেমন গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়, বেশি জল দিলেও গাছের পাতা পচে পড়ে যেতে

পারে। তাই গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিন। বেশির ভাগ গাছে জলের প্রয়োজন বোঝা যায় মাটি ছুঁলেই। যদি দেখেন আঙুলে মাটি লেগে যাচ্ছে, তা হলে আর জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যখন একদম শুকিয়ে যাবে, তখন জল দেবেন।

২) ঝকঝকে একটা সেরামিকের পাত্র কিনে তার মধ্যে হয়তো গাছ রেখেছেন। কিন্তু পাত্রের নীচে কোনও ফুটো নেই। জল সব জমছে মাটির ভিতর, বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এই ভুলে গাছের সব শিকড় পচে যেতে পারে। গাছে ভাল করে জল দেওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনই সেই জল যাতে বয়ে বেরিয়ে যায়, সেটা দেখাও প্রয়োজন।

৩। বর্ষায় গাছেদের উপর পোকামাকড়গুলি হামলা করে। তাদের হাত থেকে গাছকে বাঁচানো জরুরি। নিমের তেল আর বাসন মাজার তরল সাবান জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন। গাছের মাটিতে পোকা লাগলে মাটিতে নিমের কেক মিশিয়ে দিতে হবে। এটি এক ধরনের প্রাকৃতিক সারও। তাই গাছের বৃদ্ধিও হবে।

৪) গাছ যদি জল-আলো-সার সব পাওয়া সত্ত্বেও ঠিকমতো না বাড়ে তা হলে বুঝতে হবে অন্য কোথাও সমস্যা হচ্ছে। কোনও রকম পোকা লেগেছে কি না, বা অসুখ করেছে কি না এগুলি দেখতে হবে। সব যদি ঠিক থাকে তা হলে বুঝতে হবে গাছ ঠিক মতো সময়ে সময়ে ছাঁটা হচ্ছে না। ঠিক সময় গাছ ছাঁটলে গাছের সব দিকে থেকে পুষ্টি পেতে সুবিধা হয়। তাই গাছও সুন্দর ভাবে বাড়তে পারে।

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলে কী ভাবে নিজেকে শান্ত রাখবেন?

দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েই থাকে। মনের মধ্যে রাগ পুষে না রেখে ঝগড়া করে নেওয়াই ভাল। মন খুলে ঝগড়া করা যেতেই পারে, তবে ঝগড়ার পরবর্তী মুহূর্তগুলি কী ভাবে সামলাচ্ছেন, সেটা কিন্তু ভীষণ জরুরি। দীর্ঘ দিনের সাজানো সংসার ভেঙে যেতে পারে খানিক ক্ষণের উত্তেজনার বশেই। তাই ঝগড়ার পরে কিন্তু দু'জনকেই সাবধান হতে হবে।

জানতে হবে নিজেকে শান্ত রাখার কৌশল। সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়ার পর কী ভাবে মেজাজ ঠান্ডা করে পরিস্থিতি সামাল দেবেন, রইল হদিস।

১) ঝগড়ার শেষে একে অপরকে খানিকটা সময় দিন। সঙ্গে সঙ্গে মিটমাট করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ঠান্ডা মাথায় ভাবুন, কী করলে ঝগড়া এড়ানো যেত। কিছুটা সময় দিলে দু'জনের মন থেকেই ধীরে ধীরে অশান্তির রেশ কমে যাবে। তার পরেই না হয় সঙ্গীর সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন।

২) ঝগড়ার পরেই দরজায় খিল আটকে বসে থাকবেন না যেন। রাগ পুষে রাখলে সমস্যা কিন্তু আরও বাড়বে। খানিকটা শান্ত হয়ে একে অপরের সঙ্গে কথা বলুন। ঝগড়ার পরেই পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে খানিক সময় লাগে। তাই বলে একেবারে কথা বন্ধ করে বসে থাকার কোনও অর্থ হয় না।

৩) ঝগড়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই সমান ভূমিকা থাকে। তাই ঝগড়ার শেষে দু'জনেই একে অপরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে কিন্তু সমস্যা মিটে যায়। এই

অভ্যাস কিন্তু যে কোনও ঝগড়ার শেষে মিটমাট করার সেরা উপায়। এ ক্ষেত্রে সমান ভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

৪) ঝগড়া হলে আর পাঁচজনের সঙ্গে নিজেদের সমস্যা ভাগ করে নেবেন না। এতে কিন্তু সমস্যা বাড়ে। নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া মিটিয়ে নিন। তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সমস্যা আরও বাড়বে বই কমবে না।

৪) অনেক সময় ঝগড়া মিটে গেলেও ঝগড়ার রেশ থেকে যায় কয়েক দিন। সেই সময় আবার কোনও ছোট ঘটনা থেকে নতুন ঝগড়া শুরু হতে সময় লাগে না। তাই ঝগড়া মিটে যাওয়ার পর দু'জনে একান্তে সময় কাটান। সিনেমা দেখুন, বাইরে কোথাও খেতে যান, কাছেপিঠে ঘুরে আসুন। এ ভাবে মনমেজাজ দু'জনেরই ভাল থাকবে।

নাক বন্ধে অস্বস্তি দূর করতে কাজে লাগাতে পারেন পুজোর সামগ্রীটি

গৃহস্থ বাড়িতে পুজোপাঠ করতে কিংবা জামাকাপড়ে সুগন্ধ আনতেই মূলত কর্পূর ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় আবার বাড়িতে পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হলেও এটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রোজের গার্হস্থ্য ব্যবহার ছাড়াও কর্পূরকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যায়। কর্পূর গুঁড়ো বা তেলের ব্যবহার যেমন নানা অসুখ সারায়, তেমনই ত্বক পরিচর্যাতেও কাজে আসে এই কর্পূর।

জেনে নিন কর্পূর কেন এত উপকারী। ১) ত্বকের যত্নেও কর্পূরের জুড়ি মেলা ভার। ত্বকে চুলকানি বা র্যা শের সমস্যা দূর করে কর্পূর। এক টুকরো ভোজ্য কর্পূরকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে কিছু ক্ষণ রাখার পর ধুয়ে দিন। ত্বকে প্রদাহ ও র্যা শের সমস্যা কমে যাবে। মুখে ব্যবহারের আগেই অবশ্যই হাতে-পায়ে ব্যবহার করে দেখুন কোনও রকম সমস্যা হচ্ছে কি না। তবে ভুলেও সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে আনবেন না কর্পূরকে। ২) মরসুম বদলের সময় বুকে কফ জমা, শ্লেষ্মাজমিত সমস্যা নতুন নয়। ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক সমস্যা। এমন হলে গরম সর্ষের তেলের সঙ্গে সামান্য কর্পূর গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার রোগীর বুকে ও পিঠে এই তেল মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়। ৩) বর্ষায় চুল পাতলা হয়ে যাওয়া বা খুশকির সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। নারকেল তেলের সঙ্গে

কর্পূর মিশিয়ে চুলে মাখুন। সারা রাত রাখার পর সকালে শ্যাম্পু করে নিন। এতে যেমন চুল ঝরার পরিমাণ কমবে, তেমনই এটি খুশকির সমস্যা কমাতেও সাহায্য করবে। ৪) পেশিতে টান লাগলে কিংবা পিঠে, কোমরে যন্ত্রণা হলে কর্পূর তেল দিয়ে মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়। ৫) অনিদ্রার সমস্যা দূর করতেও কর্পূরের ভূমিকা রয়েছে। ঘরে কর্পূর জ্বালিয়ে রাখলে ঘরে সুবাস আসে। সেই সুবাস ঘুম আনতে সাহায্য করে।

বয়সের আগেই বলিরেখা?

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে ত্বক কুঁচকে যায়। কিন্তু যদি কম বয়সেই ত্বকে বলিরেখা পড়তে শুরু করে তখন তা চিন্তার ব্যাপার। মহিলারা যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা করেন, তা হল গলার চামড়া ঝুলে যাওয়া বা কুঁচকে যাওয়া। চল্লিশের পর থেকে অবধারিত ভাবেই গলার ত্বকের সেই টান টান ভাবটা চলে যেতে থাকে। আর ঘাড়-গলার ত্বকে বলিরেখা পড়লেই কেমন যেন বুড়োটে ছাপ চলে আসে। তখন মুখে গাদা গাদা প্রসাধনী লাগিয়েও লাভ হয় না। মুখের পাশাপাশি গলার ত্বকও টান টান রাখতে তাই অনেকেই বিভিন্ন রকম স্কিন থেরাপি করান, বোটক্সও করান। কিন্তু এই সবের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থাকে। তাই যদি কিছু ঘরোয়া নিয়ম মেনে চলেন, তা হলে এই সমস্যাই হবে না। আপনার বয়স বুঝতে পারবে এমন সাধ্য কার! সবচেয়ে আগে রোজের জীবনে কিছু নিয়ম মানতে হবে। প্রতি দিন অন্তত ২০ মিনিট হলেও গায়ে সূর্যের আলো লাগান। দুপুরের চড়া রোদে নয়, সকালের রোদই ত্বকের জন্য ভাল। এতে ভিটামিন ডি তৈরি হবে ত্বকে। ভিটামিন ডি থেকেই পুষ্টি পাবে ত্বক, অকালে বলিরেখা পড়বে না। খাওয়াদাওয়ায় নজর দিতে হবে। প্রচুর শাকসব্জি, টাটকা ফল, ফলের রস খেতে হবে। বাইরের খাবার খাওয়া একেবারেই চলবে না। বেশি চিনি দেওয়া পানীয়, প্যাকেটজাত পানীয়, অ্যালকোহল, প্রক্রিয়াজাত মাংস কম খেলেই ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। ধূমপানের নেশা থাকলে তা কমাতে হবে। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যেরও খারাপ প্রভাব পড়ে ত্বকে।

শুষ্ক ত্বকে বলিরেখা পড়ে দ্রুত। তাই ত্বকের চাই আর্দ্রতা। তার জন্য শুধু প্রসাধনী মাখলেই হবে না। বরং বেশি করে জল খেতে হবে। ত্বক টান টান রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া জরুরি। প্রতি দিন সকালে স্নানের পরে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই এবং ফেরুলিক অ্যাসিডযুক্ত ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। এই ক্রিম ত্বকে পিএইচের ভারসাম্য বজায় রাখে। চামড়া ঝুলে যাওয়া বা বলিরেখা পড়ার মতো সমস্যা সহজে হয় না।

ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে হলে সঠিক ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে হবে। নিষ্প্রাণ, কুঁচকানো ত্বকে জেল্লা ফেরাতে এমন ময়েশ্চারাইজার বাছতে হবে, যাতে হায়ালুরনিক অ্যাসিড আছে। ত্বকে কোনও রকম ক্ষত সৃষ্টি হলে তা চট করে নিরাময় করতে পারে এই অ্যাসিড। কারণ ক্ষতস্থানে দ্রুত নতুন কোষ তৈরি করতে এবং ক্ষতের দাগ দূর করতেও হায়ালুরনিক অ্যাসিড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বলিরেখার মতো সমস্যা দূর করতে "রেটিনল" যুক্ত ক্রিম, ইমালশন বা সিরাম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই। তবে এই অ্যাসিডের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলেই ত্বকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। রেটিনলের প্রধান উপাদান হল ভিটামিন এ। রেটিনলযুক্ত ক্রিম ত্বকের বলিরেখা দূর করতে পারে। তবে স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য এই ক্রিম উপযুক্ত নয়।

ঘাড়-গলার ত্বকে নিয়মিত টি ট্রি তেল বা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মোরিঙ্গা তেল দিয়ে মালিশ করতে পারেন। তা ছাড়া নারকেল তেল যে কোনও ত্বকের জন্যই স্বাস্থ্যকর।

অল্প তেলে মাছ ভাজতে গেলেই কড়াইতে লেগে যায়? মুশকিল আসান হবে টোটকা জানলেই

অনেকেই আছেন যাঁরা মাছ ভাজা কড়া করে না ভাজলে খেতে ঠিক পছন্দ করেন না। আর মাছ ভাজতে গিয়েই হয় বিপত্তি। কড়াইতে মাছ ভাজার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়েই মাছ লেগে যায়। ভাজার সময়ে উল্টোতে গেলেই বাজার থেকে সুন্দর করে কাটিয়ে আনা মাছের টুকরোগুলি ভেঙে যায়। এখন উপায়? শুধু মাছ ভাজার সময়েই নয়, বিভিন্ন পদ রান্নার সময়ে এক বার তলায় লেগে গেলে তার স্বাদ বিগড়ে যায়। রান্নার সময়ে কিছু নিয়ম মেনে চললেই আর এমনটা হবে না। রান্নার স্বাদও বজায় থাকবে আর বাসন পরিষ্কার করতেও কালঘাম ছুটবে না। ১) রান্নার সময়ে কড়াইটি সঠিক তাপমাত্রায় গরম হয়েছে কি না, তা বুঝতে হলে কড়াইতে জলের ছিঁটে দিয়ে দেখতে পারেন। জল সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে গেলে বুঝবেন কড়াই ঠিকঠাক গরম হয়নি। অতিরিক্ত আঁচ বাড়িয়ে কড়াই গরম করবেন না। এতে রান্না ধরে যেতে পারে। ২) রান্না বসিয়ে দিয়ে অনেকেই অন্য কাজ সেরে ফেলেন। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। রান্নায় জলের পরিমাণ কম থাকলে সেই রান্না প্রতিনিয়ত নাড়িয়ে যেতে হয়। ঢাকা দিয়ে বেশি ক্ষণ রাখবেন না, পুড়ে যেতে পারে। ৩) তেল ভাল করে গরম না করলেও রান্না ধরে যেতে পারে। প্রথমে কড়াই ভাল করে গরম করে তাতে তেল ঢালুন। তার পর তেল ভাল করে তাঁতিয়ে নিতে ভুলবেন না। ৪) রান্নার সময়ে আঁচ মাঝারি করে রাখুন। তাড়াতাড়ি করার জন্য গ্যাসের আঁচ বাড়িয়ে দেন অনেকেই। অসাবধান হলেই রান্না ধরে যেতে পারে।

মন্ডল কমিশনের চেয়ারম্যান ডিপি মন্ডলের ১০৬তম জন্মদিন পালিত। নিজস্ব ছবি।

মন কি বাতে ঝাবুয়ার সাফাইকর্মীদের প্রশংসা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের ভিত মজবুত করতে এই শতকে অনেক কিছু হচ্ছে। রবিবার ১১৩তম "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে তেমনই কিছু উদাহরণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, প্রতি মাসেই তিনি নিজের মনের কথা দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেন তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এ।

রবিবার ১১৩তম পর্বের "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ার সাফাইকর্মীদের প্রশংসা করেন নরেন্দ্র মোদী। বর্জ্যকে শিল্পে রূপান্তরিত করার জন্য তাঁদের যে অসাধারণ উদ্যোগ তারই এদিন তিনি প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এঁরা প্লাস্টিক বর্জ্য, টায়ার এবং বোতল থেকে অত্যাশ্চর্য ভাস্কর্য এবং আসবাবপত্র তৈরি করেছে, যা "ওয়েস্ট টু ওয়েলথ" দর্শনকেই দৃঢ় করে। এই সৃজনশীল প্রয়াস শুধুমাত্র একটি স্থানীয় পার্ককেই সুন্দর করেনি বরং আশেপাশের জেলার মানুষদেরও আকৃষ্ট করেছে। এটা পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির বিষয়কেই প্রদর্শন করে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মথুরায় কড়া নিরাপত্তার নির্দেশ যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ২৫ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজ্যজুড়ে ব্যাপকভাবে জন্মাষ্টমী উদযাপনের কথা বলেন। পাশাপাশি মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার বলেন যে, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি / শাহী ইদগাহ মসজিদ এলাকাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এটা আইএসআই এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নিশানাতেও আছে। এর নিরাপত্তার জন্য যথাযথ পুলিশি ব্যবস্থারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।তিনি বলেন, শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে যাতে সমস্যার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর জন্য আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে ভক্তদের আনুমানিক সংখ্যা পর্যালোচনা করে সেইমত নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা করা উচিত বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি ইসকন মন্দিরগুলিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বড় অনুষ্ঠানগুলির জন্য ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার কথাও বলেছেন যোগী আদিত্যনাথ।

বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় জঙ্গল থেকে মহিলার অর্ধ-নগ্ন দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার সকালে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার জঙ্গল থেকে এক মহিলার অর্ধ-নগ্ন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। এরপর থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর বন দফতরের কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় লোকজন ওই মহিলার খোঁজে জঙ্গলে তল্লাশি চালায়।

কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তাঁদের।রবিবার সকালে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ফের তল্লাশি শুরু করেন। তখন গভীর জঙ্গলে পড়ে থাকা মহিলার অর্ধ-নগ্ন দেহ দেখতে পান কয়েকজন। খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয়দের অনুমান, কেউ ওই মহিলাকে খুন করে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে তদন্তকারীরা বলছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কীভাবে এবং কখন ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে।

রবিবার সাতসকালে সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে সিবিআই

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.): রবিবার সাতসকালে আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে হাজির হয় সিবিআই। জানা যাচ্ছে, সকাল সাতটার কিছুটা আগেই তাঁরা সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে যান। শেষমেশ প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় পরে তাঁর বাড়ির দরজা খোলা হয় বলে সূত্রের খবর।জানা যাচ্ছে, প্রথমে তাঁর সাড়া না মেলায় সন্দীপের বাড়ির বাইরেই অপেক্ষা করতে হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের। জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৬.৪৫ মিনিট নাগাদ সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় পর দরজা খোলা হয়। প্রসঙ্গত, তাঁকে একাধিকবার তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে। এবার তাঁর বাড়ি এলেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, আদালতের নির্দেশে আর জি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। এ ছাড়া, ওই হাসপাতালে আর্থিক অনিয়মের মামলার তদন্তভারও সিবিআইয়ের হাতে দিয়েছে আদালত। দু''টি মামলাতেই আপাতত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আতশকাচের তলায় রয়েছেন সন্দীপ।

রবিতে সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় সতর্কতা

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.): উত্তর বঙ্গোপসাগরে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা যাচ্ছে, তার জেরে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে রবিবার পর্যন্ত উত্তাল থাকবে সমুদ্র। উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। দক্ষিণবঙ্গে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে। এছাড়া মৌসুমি অক্ষরেখা বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবেই রবিবার বৃষ্টি হবে। সমুদ্রও উত্তাল থাকার সম্ভাবনা, তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃষ্টির এইসময়ে সমুদ্রে মাছ অপেক্ষাকৃত বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া থাকায় সমুদ্র উত্তাল হচ্ছে। ফলে সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা হয়েছে। সমুদ্র এমন উত্তাল থাকলে সমুদ্রে যেতে না পারায় মাছ ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে বলে বক্তব্য মৎস্যজীবীদের অনেকের।

//SHORT NOTICE INVITING QUOTATION//
Short notice inviting quotation in sealed cover is hereby invited on behalf of the Rogi Kalyan Samity, Modern Psychiatric Hospital, Narsingarh, West Tripura District from bonafied agencies/personal of Tripura for supply of DRUGS & CONSUMABLES.
The quotation form with detailed description of the items and terms & conditions may be available from the office of the undersigned on any working day during the office hours from 11.00 am to 4.00 p.m.
The sealed quotation would be received at the office of the undersigned up to 3.00 pm of 30/08/2024 by hand/register post only and it will be opened on 30/08/2024. at 03.30 pm If possible, in the O/O the undersigned. The undersigned will not be responsible for any postal delay.
ICA/C/1254/24
Head of the Depathe Modern Psead
Narsinga
Department
Modlitresychiatric Hospital
Agartala

নাবালিকা-ধর্ষণে অভিযুক্ত নিহত তফাজ্জুলের জানাজায় অংশগ্রহণ করবেন না জনতা, সর্বজনীন কবরস্থানে কবরস্থও নয়, একঘরে পরিবার

ধিং (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : নাবালিকা-ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত নিহত তফাজ্জুল ইসলামের জানাজায় অংশগ্রহণ করবেন না মুসলমান সমাজ, সর্বজনীন কবরস্থানে তার মৃতদেহকে কবরস্থও করতে দেওয়া হবে না, তফাজ্জুলের পরিবারকে করা হয়েছে একঘরে। আজ শনিবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এলাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।প্রসঙ্গত, নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিং বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছিল তিন যুবক। তাদের মধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত তফাজ্জুল ইসলামকে গতকাল গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।ধৃত তফাজ্জুলকে গ্রেফতার করে তদন্তের স্বার্থে আজ শনিবার ভোররাতে তাকে ধর্ষণকাণ্ড যেখানে সংগঠিত হয়েছিল, সেখানে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। ভোররাত প্রায় চারটা। তখন সে পুলিশের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে রাস্তার পার্শবর্তী কানায় কানায় ভরতি একটি জলাশয়ে ঝাঁপ দেয়। বহুক্ষণ তাকে খুঁজে না পেয়ে ডেকে পাঠানো হয় এসডিআরএফ-কে। প্রায় দু-ঘণ্টা তালাশি অভিযান চালিয়ে তফাজ্জুল ইসলামের মৃতদেহ উদ্ধার করে এসডিআরএফ।এর পর আজ দুপুরে ধিঙের মুসলমান সমাজের মুরব্বীদের আহ্বানে এক সভার আয়োজন হয়। সভায় সর্বসম্মতভাবে জঘন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত নিহত তফাজ্জুলের ব্যাপারে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় লিখিত প্রস্তাব অনুযায়ী, 'আমরা অপরাধীর পক্ষে নেই...,আমরা সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে আছি থাকব..., অভিযুক্ত তফাজ্জুলের জানাজায় কেউ অংশগ্রহণ করবেন না..., তার মৃতদেহকে সর্বজনীন কবরস্থানে কবরস্থ করতে দেওয়া হবে না।' এছাড়া সর্বজনীন কবরস্থানে তার মৃতদেহকে কবরস্থও করতে দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। কেবল তা-ই নয়, তফাজ্জুল ইসলামের পরিবারকে একঘরে করার প্রস্তাব গ্রহণ করে তাৎক্ষণিকভাবে তা কার্যকর করা হয়েছে। লিখিত প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, 'জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত তফাজ্জুল ইসলামের পরিবারকে সামাজিকভাবে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

স্মরণীয় দিন ২৪ আগস্ট, এই দিনেই জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়েছিলেন মিহির সেন

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে দু''বারের চেষ্টায় ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন মিহির সেন। মিহির সেনের এই সাফল্যে ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। জওহরলাল নেহরু সেদিন এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তার। কিন্তু মিহির সেন এখানেই থেমে যেতে চাননি। তার দু'চোখে ছিল সাত সমুদ্র পার হওয়ার স্বপ্ন। যার নাম দিয়েছিলেন 'অপারেশন সেভেন সিজ'।

সেই স্বপ্নেরই ফল ১৯৬৬ সালে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যবর্তী জলপ্রণালী যা 'পক স্ট্রেট' নামে খ্যাত, সেই প্রণালী সাঁতরে পার হওয়া। এই অভিযানের জন্য নৌবাহিনীর বোট ভাড়া করার সব অর্থ তিনি জোগাড় করতে পারেননি। এজন্য মরিয়া হয়ে টাকার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে অর্থসাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন। ইন্দিরা গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে টাকার ব্যবস্থা করে দেন। ১৯৬৬ এপ্রিল মাসের ৫ ও ৬ তারিখ জুড়ে টানা ২৫ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট সাঁতার কেটে তিনি পক স্ট্রেট পার হন।

আর এই সাফল্য সেদিন মিহির সেনের মধ্যে আরো মনোবল বাড়িয়ে দেয়। ওই বছরেরই আগস্টের ২৪ তারিখ তিনি ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী 'স্ট্রেট অব জিব্রাল্টার' বা জিব্রাল্টার প্রণালী পার হন ৮ ঘণ্টা ১ মিনিট সাঁতার কেটে। এর ফলে মিহির হয়ে যান প্রথম এশিয়াবাসী তথা ভারতীয়। এর পর সেপ্টেম্বরে তিনি হাজির হন উত্তর-পশ্চিম তুরস্কের 'ডারডেনেলস'- প্রাচীন জলপ্রণালীর তীরে।

এই প্রণালী এশিয়া মাইনরের সেডুলবাহির ও ইউরোপের গাল্লিপোলি উপদ্বীপের এক প্রাকৃতিক জলপ্রণালী, যা এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থল। চল্লিশ মাইল লম্বা এই প্রণালী মিহির পার হন ১৯৬৬র ১২ সেপ্টেম্বর, ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট সাঁতার কেটে। তাঁর এই অবিশ্বাস্য সাফল্য গিনেস বুকে নথিবদ্ধ হয়ে আছে। ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মান দেয়। তাঁর এই সাফল্যের দিনগুলোর কথা 'অনারেবল সোসাইটি অব লিঙ্কন ইন'এর 'ব্ল্যাক বুক'-এ আজও নথিভুক্ত হয়ে আছে। এ এক বিরল সম্মান।

ঘোষণা করা হল ডুরান্ডের সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের সূচি

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ঘোষণা করা হল ডুরান্ডের সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের সূচি। প্রথম সেমিফাইনাল হবে শিলং-এ, আর দ্বিতীয় সেমিফাইনালটি হবে কলকাতাতে। আর ফাইনালও হবে কলকাতাতে। প্রথম সেমিফাইনালটি হবে শিলংয়ে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এবং শিলং লাজং এর মধ্যে। ২৬ আগস্ট সন্ধ্যা ৫:৩০ টায় শুরু হবে এই ম্যাচটি। আর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মোহনবাগান মুখোমুখি হবে বেঙ্গালুরু এফসির। ম্যাচটি হবে ২৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৫:৩০টায়। খেলা হবে যুবভারতী স্টেডিয়ামে। ফাইনাল খেলাটিও হবে যুবভারতী স্টেডিয়ামে। ৩১ অগস্ট হবে সন্ধ্যা ৫:৩০টায়।

ছত্তিশগড়ে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর দফতরের উদ্বোধন অমিত শাহের

রায়পুর, ২৫ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছত্তিশগড়ে তিনদিন ব্যাপী সফরে গেছেন। রবিবারই এই সফরের শেষ দিন। এদিন নব রায়পুরে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর আঞ্চলিক দফতর উদ্বোধন করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে শুরু হওয়া এই দফতরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা প্রমুখ। দফতর উদ্বোধনের পর পর্যালোচনা বৈঠকও হয় এদিন।

ইন্দোরে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

ভোপাল, ২৫ আগস্ট (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব রবিবার ইন্দোরে আয়োজিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে রবিবার যোগদান করবেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ হাজার শিশু কৃষ্ণ রূপে এবং মায়েরা দেবী যশোদা রূপে অংশগ্রহণ করবেন। ইন্দোরের এই অনুষ্ঠানের থিম 'হর ঘর কানহাইয়া - হর মা যশোদা'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠান।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। জনসংযোগ আধিকারিক কে কে যোশী জানিয়েছেন যে এই অনুষ্ঠানটি রবিবার ইন্দোরের দশেরা ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে মাধবস ব্যান্ডের উপস্থাপনা এবং বাল্লুজি ও তাঁর দলের বংশীবাদন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে মটকা ভাঙা, গোপাল পুজো এবং ভোগ বিতরণও হবে বলে জানা গেছে।

রবিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.): উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। দক্ষিণবঙ্গে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে। এছাড়া মৌসুমি অক্ষরেখা বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবেই রবিবার দিনভর বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। আর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর ও মালদায় এদিন বৃষ্টি হতে পারে।

হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণের একাধিক জেলায়। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়ায়। অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি দুই ২৪ পরগণা, দুই মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং দুই বর্ধমান জেলায়।

আর জি কর কাণ্ড: ডাঃ দেবাশিস সোমের বাড়িতে হানা সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.): শুধু সন্দীপ ঘোষের বাড়ি নয়, রবিবাসরীয় সকালে সিবিআই হানা দিলো আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি বিভাগের প্রদর্শক ডাঃ দেবাশিস সোমের বাড়িতেও।

হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আখতার আলি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ঘটে যাওয়া দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে ডাঃ দেবাশিস সোমের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ দায়ের করেন। সিবিআই দুর্নীতির তদন্ত করতেই এদিন তাঁর বাড়িতে হানা দেয়।

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড, বন্ধ বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক

দেরাদুন, ২৫ আগস্ট (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। বেহাল অবস্থা উত্তরাখণ্ডের একাধিক জায়গায়। তার জেরে ফের বন্ধ হলো বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক।

প্রসঙ্গত, ভারী বৃষ্টির কারণে চলতি বছরে বারবার বিঘ্নিত হয়েছে চারধাম যাত্রা। বৃষ্টিপাতের ফলে নিত্য ঘটছে ভূমিধসের ঘটনা। যার কারণে উত্তরাখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক রাস্তা অবরুদ্ধ হয়েছে বহুবার। রবিবার জানা গেছে, ফের একবার পাগলনালা এবং নন্দপ্রয়াগে বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রবল বর্ষণের জেরে। আর তারফলে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন স্থানীয়রা এবং পর্যটক ও পুণ্যার্থীরা।

পোল্যান্ড ও ইউক্রেন সফরে শেষ, দিল্লিতে ফিরে এলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): পোল্যান্ড ও ইউক্রেনে সফল সফর শেষে মাতৃভূমিতে ফিরে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার দিল্লির পালম বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিমান। বিমান থেকে বেরিয়ে নমস্কার করেন প্রধানমন্ত্রী, তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসেন। এরপর গাড়িতে চেপে বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী।দুই দেশ সফরের শুরুতে পোল্যান্ডে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পোল্যান্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হন তিনি। সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেন। এরপর মোদী যান ইউক্রেনের কিভে। সেখানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও দেখা করেছেন মোদী। ইউক্রেন থেকেই দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন, আর শনিবার এসে পৌঁছেছেন মাতৃভূমিতে।

শিলিগুড়িতে ৪৭টি এটিএম কার্ড সহ গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ৪৭টি এটিএম কার্ড সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।ধৃতের নাম বাবলু দাস।শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কুন্ডু পুকুর মাঠ এলাকার বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ মধ্য চয়নপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক যুবককে আটক করে।যুবকের তল্লাশি চালানো হলে তার কাছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ৪৭টি এটিএম কার্ড উদ্ধার হয়। যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের পরই গ্রেফতার করা হয়।পুলিশের অনুমান, বাবলু দাসের কোন প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে পারে। এদিন ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

রাজ্যবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মার

জয়পুর, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা জন্মাষ্টমীর পবিত্র উৎসবে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভগবান কৃষ্ণ নিঃস্বার্থ কাজ করার, শোষণ ও অন্যায়ের বিরোধিতা এবং সর্বদা অভাবী মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণকে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের মহান আদর্শকে ধারণ করার, সমাজে ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে শক্তিশালী করার এবং দরিদ্র ও অবহেলিতদের সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আহ্বান জানান।

রবিবার বন্যা কবলিত মানুষের খোঁজ খবর নেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত।। নিজস্ব ছবি।

বন্যায় মৎস্য দপ্তরের ক্ষতি প্রায় ১,৪৪২ কোটি টাকা

আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। রাজ্যে গত ১৯-২২ আগস্ট অবিরাম বৃষ্টির ফলে আকমিক বন্যায় প্রাথমিক রিপোর্টে মৎস্য দপ্তরের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা। তাছাড়া প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রাথমিক রিপোর্টে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২৩.৫০ কোটি টাকা। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, বন্যায় মৎস্য দপ্তরের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের প্রাথমিক ভাবে প্রধানমী মৎস্য সম্পদ যোজনায় সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে ক্ষয়ক্ষতির যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে ১৬, ৩১২ হেক্টর মৎস্যচাষের জলাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়াও ৫৪,৪৮৩.৬০ মেট্রিকটন মাছ এবং ১৯৯৪.১০ লক্ষ মাছের পোনার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষিদের সহায়তায় ৪টি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এসডিআরএফ ও এনডিআরএফ তহবিল ছাড়াও মৎস্য দপ্তরের প্রকল্পের মাধ্যমে এই সহায়তা দেওয়া হবে। তাছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের সহায়তায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীগণ ক্ষেত্র পর্যায়ে পরিদর্শণ করে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের কাজ করছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব জানান, তাৎক্ষনিক সহায়তা হিসেবে প্রাণীপালকদের মুখ্যমী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনায় সহায়তা দেওয়া হবে। আকমিক বন্যায় রাজ্যে প্রাণীসম্পদের জন্য ১৪৮টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। বন্যার ফলে প্রাণীদের জন্য ২২.১ টন প্রাণী খাদ্য এবং ৩.৫ টন সবুজ ও শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এখন পর্যন্ত ১৩৬টি প্রাণী চিকিৎসা শিবির করা হয়েছে। এই চিকিৎসা শিবিরগুলিতে ৫,৯৫১ গবাদি প্রাণী ও ৪,৭২৯টি পাখির চিকিৎসা হয়েছে। সচিব জানান, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর বন্যা পরবর্তী ব্যাবস্থাপনার জন্য ইতিমধ্যেই কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। দ্রত রোগ নিরূপনের জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সচিব জানান, মিশন মোডে প্রাণী চিকিৎসা শিবির, ভেকসিনেশন শিবির ও সচেতনতা শিবির করা হবে। তাছাড়াও পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকরণে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রাণী ও পাখীদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হবে।

কৈলাসহরে বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ আগস্ট:হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীকে সামনে রেখে রবিবার সকালবেলা কৈলাসহরে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে একটি সুবিশাল বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়।হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রবিবার এই বর্ণাঢ্য বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়।

বাইক রেলিটি কৈলাসহর টাউন কালীবাড়ির সামনে থেকে শুরু হয়ে কৈলাসহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় কৈলাসহর টাউন কালী বাড়ির সামনে এসে রেলিটি সমাপ্ত হয়।এদিনের এই বাইক রেলীতে প্রায় ১০০০ বাইক অংশগ্রহণ করে। এদিনের এই বাইক রেলি নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত জানান হিন্দু জাগরণ মঞ্চের রাজ্য কমিটির সভাপতি উত্তম দে।

পুকুর থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

যায় মৃত গৌতম দাস অধিক পরিমাণ মদ পান করতেন এবং এই মদ পান করেই বন্যার জলে ভর্তি পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয় তার বলে ধারণা স্থানীয়দের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

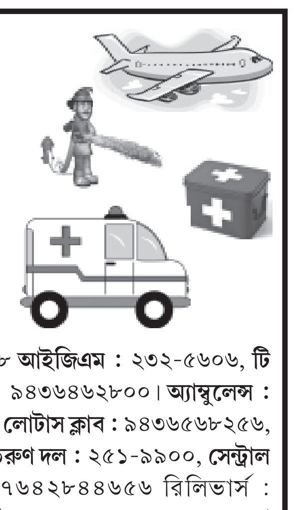

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুক্তি চেয়ে পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা মণীশ সিসোদিয়ার

চণ্ডীগড়,২৫ আগস্ট (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুক্তি চেয়ে পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করলেন একদা উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। রবিবার সপরিবারে পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে যান সিসোদিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান। এদিন স্বর্ণমন্দির প্রণাম সেরে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিসোদিয়া বলেন, 'আজ ঈশ্বরের দুয়ারে আমি প্রার্থনা করেছি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল যাতে দ্রুত জেল থেকে ছাড়া পান।' ১৭ মাস ধরে নিজের জেলবন্দি সময়ের প্রসঙ্গ তুলে দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাকে ষড়যন্ত্র করে এত দিন বন্দি রাখা হয়েছিল। আমি সর্বদা সত্যের জয়ের প্রার্থনা করেছি।' নিজের জেলমুক্তির প্রসঙ্গে বলেন, 'আজ ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি জেল থেকে মুক্ত হয়েছি। দেশের সংবিধান আমাকে ন্যায় দিয়েছে।'স্বর্ণমন্দির পরিসরে মণীশ সিসোদিয়ার প্রশংসা করে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেন, 'মণীশ সিসোদিয়া হলেন সেই ব্যক্তি যিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছেন। যার জেরেই তাঁকে ষড়যন্ত্র করে জেলে পাঠানো হয়েছিল। তবে শীর্ষ আদালত তাঁকে ন্যায় পাইয়ে দিয়েছে। আমি আশা করব অরবিন্দ কেজরিওয়ালও শীঘ্রই মুক্তি পাবেন।' প্রসঙ্গত, আবগারি দুর্নীতি মামলায় চলতি মাসেই জামিন পেয়েছেন মণীশ সিসোদিয়া।

১২ ঘণ্টা তল্লাশি শেষে সন্দীপের বাড়ি থেকে বেরল সিবিআই

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : টানা ১২ ঘণ্টা তল্লাশির পর রবিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ি থেকে বেরলেন সিবিআই আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, প্রচুর নথিপত্র হাতে বাড়ি থেকে বেরন তদন্তকারীরা।আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকেই নজরে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। টানা ৯ দিন সিজিও কমপ্লেক্সে জেরা করা হয় তাঁকে। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার হাতে পেয়েছে সিবিআই। এর পরই রবিবার সকাল সাড়ে ৬ টা নাগাদ সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে যান সিবিআই আধিকারিকরা। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী। দীর্ঘ ডাকাডাকির পর সন্দীপ বেরন। প্রথমে বাইরের দরজার ফাঁক থেকে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে ভিতরে চলে যান। এর পর দীর্ঘক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করেন আধিকারিকরা। এক পর্যায়ে স্থানীয় থানায় যায় সিবিআই। দরজা না খুললে কীভাবে প্রবেশ করা হবে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। সন্দীপ ঘোষ দরজা খোলেন। প্রথমে ৭ জন সিবিআই আধিকারিক ভিতরে যান। পরে ঢোকেন আরও একজন। দুপুরের দিকে আরও সিবিআই আধিকারিক তাঁর বাড়িতে যান বলেই খবর। এরপর টানা ১২ ঘণ্টা তল্লাশি শেষে সন্দীপের বাড়ি থেকে বেরল সিবিআই।

বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে পথ অবরোধ

তমলুক, ২৫ আগস্ট (হি.স .) :আর জি করে তরুণী চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গুলির উদ্যোগে রবিবার বিকেলে তমলুকের নিমতৌড়িতে জাতীয় সড়ক অবরোধ ও অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। এই অবস্থান-বিক্ষোভে জেলার বিভিন্ন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অলক দাস উপস্থিত ছিলেন। টায়ার জ্বালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়।

আর জি কর কাণ্ডে দোষীদের গ্রেফতার ও জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আবেদন জানিয়ে পথে প্রাক্তন সৈনিকরা

বনগাঁ, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডে দোষীদের গ্রেফতারের পাশাপাশি জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আবেদন জানিয়ে পথে প্রাক্তন সৈনিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। রবিবার সন্ধেয় বনগাঁর গোপালনগরে প্রাক্তন সৈনিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।মিছিলকারীদের বক্তব্য, "দেশের মানুষকে বাঁচানোর স্বার্থে সীমান্ত ছেড়ে কখনও সৈন্যরা সরেন না। তেমনই হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে দেশের মানুষকে বাঁচানোর স্বার্থে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।" প্রাক্তন সৈনিক সংগঠনের সদস্য প্রশান্ত মজুমদার বলেন, "সেনারা সীমান্ত বা যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়তে পারেন না। চিকিৎসকদেরও মানুষের স্বার্থে পরিষেবা চালু করা উচিত। কারণ, বহু দরিদ্র মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁরা অসহায়। দেশবাসীকে সুস্থ করার তাগিদে কাজে ফিরুন জুনিয়র চিকিৎসকরা।"

দিলেন

● প্রথম পাতার পর

খুবই দুঃখের ও পরিতাপের। যেভাবে তিনি সাহসের সঙ্গে মানুষকে উদ্ধার করছিলেন সেটা খুবই প্রেরণাদায়ক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো তিনি যেখানেই থাকুন সুখে শান্তিতে ও ভালো থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রয়াত যুবকের তিন বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান সে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তিও। মা বাবাও অসুস্থ। প্রশাসন তাদের পাশে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, আজ চিরঞ্জিত দের বাসভবনে গিয়ে তার স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। এই অসহায় পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়তো এই অপুরনীয় ক্ষতির জন্য খুবই নগন্য। তবুও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকার সহায়তা পরিবারের হাতে তুলে দিই। সেই সঙ্গে প্রয়াতের মা ও বাবা দুজনকেই সামাজিক ভাতার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং বসত ঘরটির মেরামতের জন্য জেলাশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করি। সেবাব্রতি যুবাদের প্রেরণা শক্তি হয়ে চিরঞ্জিত বেঁচে থাকবে আমাদের হৃদয়ে।

দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। পাশাপাশি স্থানীয়দের কাছ থেকে তাদের পরিজনদের বর্তমান পরিস্থিতির সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। পাশাপাশি ওই এলাকায় বন্যা পীড়িত মানুষের খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি এবং শরণার্থী শিবির গুলো ঘুরে দেখেছেন।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

এই উৎসব আমাদের ভালোবাসা, ন্যায় বিচার এবং ভক্তির মূল্যবোধের কথা মরণ করিয়ে দেয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা আমাদেরকে সততা, দয়া ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্মের মনোভাব নিয়ে সকলকে জীবনের চলার পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা শেখায়।'

নতুনবাজার সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত প্রশাসনিক অবহেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: নতুনবাজার সহ পার্শবর্তী এলাকার বন্যায় প্লাবিত দুর্গতরা প্রশাসনিক অবহেলার শিকার। দুর্গতদের দুরাবস্থার খোঁজ খবর নিতে প্রশাসনিক আধিকারিক কিংবা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একবারের জন্যেও দেখা দেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যার ফলে ঠিক মতো ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

গত কয়েক দিনে গোমতী নদীর এক ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করেছে নতুন বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকার মানুষ। বন্যার কবলে পরে নতুনবাজার ভিলেজের সুকান্ত কলোনি, ফরেষ্ট টিলা, ভোমড়াছড়া ভিলেজের কার্তিক পাড়া, তুলারাম পাড়া, লেইপেদা পাড়া, খেদারনাল ভিলেজের জমাতিয়া পাড়া, বাঙালি পাড়া সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

কিন্তু নতুনবাজার, ভোমরাছড়া ও খেদারনাল তিনটি ভিলেজ কমিটি অমরপুর ব্লকের অধীনে হলেও মহকুমা প্রশাসন কিংবা ব্লক প্রশাসনের কোন আধিকারিক দুর্গতদের পাশে এসে এখন পর্যন্ত দাঁড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেননি বলে অভিযোগ দুর্গতদের। যাতায়াতের রাস্তায় জল জমার অজুহাত দেখিয়ে পার্শবর্তী করবুকের মহকুমা শাসককে নাকি বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করেন।

কিন্তু করবুক মহকুমা শাসক একবারের জন্যও অত্র এলাকায় বন্যার কবলে থাকা দুর্গতদের খোঁজ খবর নিতে ত্রাণ শিবিরে পা রাখেননি বলে অভিযোগ। নতুন বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রথমদিন প্রায় ৩৫০ জন, ফরেষ্ট টিলায় একটি পরিত্যাক্ত সরকারি অফিসে ১৫০ জন, ভোমরা ছাড়া ভিলেজের প্রায় ১৫ থেকে কুড়িটি পরিবার বন্যার কারণে গৃহছাড়া হলেও, তাদের জন্য কোন সরকারি সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া হয়নি। প্রশাসনিক আধিকারিকের কোন খোঁজ খবর না পেয়ে ওই এলাকার দুর্গতরা নতুন বাজারের শাসকদলের এক মন্ডল নেতার দ্বারস্থ হলে তিনি নাকি তাদেরকে অমরপুরের বন্যার দুরবস্থার কাহিনী শুনিয়ে খালি হাতে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। প্রশ্ন হচ্ছে ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাপক হারে ত্রান সামগ্রী পাঠালেও অমরপুর ব্লকের অন্তর্গত নতুন বাজার, খেদারনাল ও ভোমরাছড়া ভিলেজের দুর্গতরা কেন সঠিকভাবে ত্রাণ সামগ্রী পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে? অসহায় মানুষ জীবনের ঝুকি নিয়ে গলা সমান জল কাটিয়ে এপার ওপার হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশাসনের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। বিশেষ করে বিপদের দিনে মহকুমা কিংবা ব্লক প্রশাসন যেভাবে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে তাতে ক্ষোভে ফুঁসছে নতুনবাজার সহ পার্শবর্তী এলাকার মানুষ।

বন্যায় ১,৯৫,৯৮৪ জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত

আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। রাজ্যে গত ১৯ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আকমিক বন্যায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গতকাল পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির যে প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে তাতে বিশেষ করে আউশ ও আমন ধান এবং সব্জীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এতে ৮৯ হাজার ৫৫৭.৫৯ হেক্টর জমি ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আনুমানিক ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৯৩.৭৫ মেট্রিকটন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১০১৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব আরও জানান, রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে গ্রাম, ব্লক ও জেলাস্তরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নামের তালিকা, ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমান ও ফসলের ক্ষতির শতাংশের হিসাব নিরূপন করার কাজ করছেন। এজন্য রাজ্যস্তর থেকে প্রতিটি কৃষি মহকুমা ভিত্তিক নোডাল অফিসার এবং জেলাস্তরে প্রভারী অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে দ্রততার স া ে থ এসডিআরএফ/এনডিআরএফ-এর নির্দেশিকা অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা করা যায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব জানান, বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের পরে দেখা গেছে অনেক জমিতে বৃষ্টির জলের সঙ্গে বয়ে আসা পলি মাটি, বালি ও নুড়ি পাথর জমে যাওয়ার ফলে ফসল এবং জমি সম্পর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। রাজ্যের ৩৯৭টি সরকারী কৃষি বীজাগারের মজদ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ও জৈব সারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া সেচের মেশিনগুলি ও কৃষি যপাতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, উদ্ভত বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চূড়ান্ত তালিকা দ্রত নিরূপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সম্ভাব্য রোগ পোকার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য কৃষকদের আগাম ছত্রাকনাশক বা কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজনভিত্তিক পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বীজতলার অবশিষ্ট ধানের চারা দিয়ে নতুনভাবে রোপনে কৃষকদের সহযোগিতা করা ও প্রাক-শীতকালীন সব্জী বীজের দ্রত যোগানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ন্যাশনেল সিড কর্পোরেশনের সহায়তা নেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া হবে। সচিব আরও জানান, এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর অন্নদাতাদের পাশে থাকবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নিকটবর্তী কৃষি অফিস, উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ অফিস অথবা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

ভবঘুরেকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: রাতের আধারে এক ভবঘুরেকে পিটিয়ে খুন করল এলাকাবাসী। এই কাণ্ডে অসীম দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে আমতলী থানার অন্তর্গত কাঠালতলী বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

শনিবার গভীর রাতে আমতলী থানার অন্তর্গত কাঠালতলী বাজার সংলগ্ন অসীম দাস নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে প্রবেশ করে তার গাড়ি ভাঙচুর করে এক ভবঘুরে। পরবর্তীতে অজ্ঞাত পরিচিত ভবঘুরেকে বেধড়কভাবে মারধর করে ফেলে রাখে বাড়ির মালিক অসীম দাস সহ স্থানীয় এলাকাবাসী। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে আমতলী থানার পুলিশ। এবং আহত ওই অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

কিন্তু সেখানে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ওই ব্যক্তিটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসা। এই কাণ্ডে বাড়ির মালিক অসীম দাসকে গ্রেফতার করে এবং রবিবার দুপুরে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হাতে নেয় আমতলী থানার পুলিশ এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করে ফরেন্সিক টিম।

ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানায় ছুটে আসেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ আমতলীর এসডিপিও শংকর চন্দ্র দাস। অভিযুক্ত অসীম দাসকে পুলিশ জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। অভিযুক্ত অসীম দাস কে সোমবার আদালতে প্রেরণ করা হবে। এবং এই কাণ্ডে যারাই যুক্ত তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন আমতলী থানার ওসি স্মৃতিকান্ত বর্ধন। তবে এখনো পর্যন্ত মৃত ব্যক্তিটির পরিচয় জানা যায়নি। এই ঘটনায় এলাকা তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

জিতেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

আয়োজন করা হয়েছে।

কারণ ১৯৮৩ এবং ১৯৯৩ সালের পর বন্যা ব্যাপকতা রাজ্যের মানুষ আর কখনো দেখেনি। রাজ্যের সবগুলো নদী ফুলে উঠেছে। এখনো বহু জায়গায় জল জমে আছে। বহু মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সরকার বর্তমানে যেভাবে ধুমধাম করে বলে দিচ্ছে সেটা ঠিক নয়, আসল চিত্র সামনে উঠে আসবে যদি কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে একটি টিম দ্রুত রাজ্যে পাঠানো হয়। তাহলে সেই দিন সচক্ষে ক্ষতির পরিমাণ দেখতে পারবে।তারপর কেন্দ্র থেকে যা সহযোগিতা করা হবে সেটা হবে আসল।

কিন্তু কেন্দ্র থেকে যদি কোন টিম না পাঠিয়ে রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী হিসেব করা হয় তাহলে সেটা হবে ভুল। ফলে রাজ্যের অত্যন্ত যত সামান্য সহযোগিতা মিলবে। তাই এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র থেকে একটি টিম রাজ্যে আসা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়টি সর্বদলীয় বৈঠকের মাধ্যমে প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএমের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কেন্দ্র থেকে যে ৪০ কোটি টাকা সহযোগিতা পাঠানো হয়েছে সেটা তেমন কিছু না। কারণ প্রতিবছর এমন সহযোগিতা করা হয়। সরকারকে রাস্তাঘাট সংস্কার, বাড়িঘর সংস্কার এবং রাস্তার ড্রেইন সংস্কার করার জন্য আরো উদার ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শরণার্থী শিবিরগুলোতে গিয়ে সরকারকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। কারণ অভিযোগ রয়েছে শিবির গুলিতে সরকারের লোক যাচ্ছে না। সেদিন আবহাওয়া দপ্তরের দিকেও বিরোধী দলনেতা আঙ্গুল তুলে বলেন, এত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার বিষয়ে আগে অবগত করেনি আবহাওয়া দপ্তর। যার কারণে মানুষ প্রস্তুত থাকতে পারেনি। তবে বর্তমানে দোষারোপ করার সময় নয়। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে বলে জানান তিনি। এদিন বিরোধী দলনেতার সাথে ছিলেন দলীয় কর্মীরা।

বিরুদ্ধে মামলা

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় নেশা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বলেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছে পায়েল দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বরা এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেটাই দেখার।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কাজ করছে এই সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, ত্রিপুরায় এবার সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে। যে কারণে গোটা রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ৪৯৩ মিলিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে এখানে। যা আমরা কখনো শুনি নি বা দেখি নি। আর বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সারা রাত জেগে মনিটরিং করেছি। আমরা সকলে মিলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। প্রশাসনের আধিকারিকগণ দিনরাত কাজ করেছেন। আমি নিজেও বন্যা কবলিত বিভিন্ন জায়গা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় অফিসারেরা কাজের স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোচনা হয়। কিভাবে একজন প্রধানমন্ত্রী মাসের শেষে দেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন গরীব, যুব, কৃষক ও মহিলা এই চারটি শ্রেণীর বিশেষ উন্নয়নে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকালও বন্যা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সর্বদলীয় বৈঠক করেছি আমরা। সেখানে সবদলের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। বৈঠকে আমরা রাজনীতি বিষয়ে কোন আলোচনা করি নি। রাজ্যের সামগ্রিক কল্যাণে সবাই নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন সমস্যা হলে সবাইকে নিয়ে সমাধান করবো। আমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে চলতে চায়।

এদিন মন কি বাত কার্যক্রমে হর ঘর তিরঙ্গা, অপচনশীল সামগ্রীর পুনর্ব্যবহার, প্রকৃতি সংরক্ষণ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা রামনগরের বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

শিবির চালু

● প্রথম পাতার পর

সভাপতিত্বে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রেস রিলিজে আরও জানানো হয়, গত ২৪ ঘন্টায় বোধজংনগরে সর্বোচ্চ ৪২.৫ মিমি বৃষ্টি হয়। রাজ্যের ৩টি জেলায় এস ডি আর এফ-এর ৩টি বাহিনী এবং এন ডি আর এফ-এর ২টি বাহিনী উদ্ধারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য পরিচালনায় ৫০০ জন সিভিল ডিভেন্স এবং আপদা মিত্র-এর স্বেচ্ছাসেবীগণ যুক্ত রয়েছেন। আজ পর্যন্ত ২৭,০০০ খাদ্যের প্যাকেট গোমতী ও দক্ষিণ জেলায় দুর্গতদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৫২৫টি ত্রাণ শিবিরে ১ লক্ষ ১৭ হাজার লোক আশ্রিত রয়েছেন। তাদেরকে জেলাশাসকদের তরফ থেকে খাদ্য, পানীয়জল, ওষুধ প্রভৃতি দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত ২৬ জন বন্যায় মারা গেছেন। তাছাড়া ২ জন আহত এবং ২ জন নিঁখোজ রয়েছেন। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০,২৮৯টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে ১, ৬১০টি সম্পর্ণ, ১,৬৩৩টি মারত্মকভাবে এবং ১৭,০৪৬টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় আঠারমুড়ার যেখানে ৮নং জাতীয় সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা দিয়ে আজ হালকা যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরূপনে গতকাল মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজম্যান্ট অথরিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, মুখ্য বন সংরক্ষক, রাজস্ব ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সচিব, বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পরিস্থিতি দ্রত নিরসণ, ত্রাণ ও পুনস্থাপন বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জনগণের উপর বিপর্যয়ের প্রভাব নিরসণে রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি একযোগে নিবিড় সমন্বয় রেখে কাজ চালিয়ে যাবে। প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর থেকে (আই এম ডি) জানানো হয়েছে, আগামীকালও রাজ্যের কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আজকের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় রেড অ্যালার্ট এবং ধলাই ও গোমতী জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

অব্যাহত

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সবকটি বাজারেই প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের অভিযান চালানো হবে বলেও জানানো হয়।

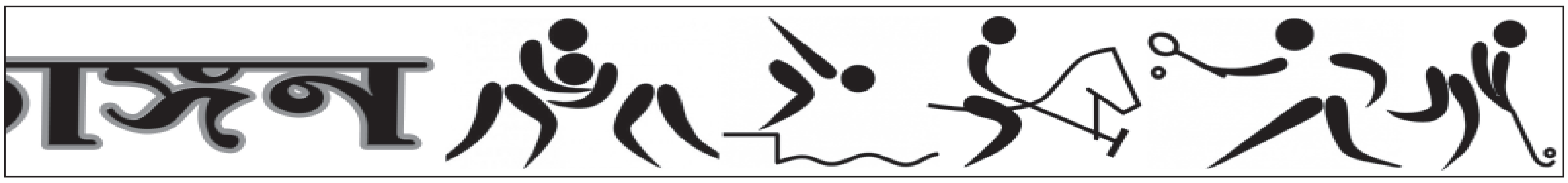

রাখাল শীল্ডের মহারন আজ মুখোমুখি রামকৃষ্ণ - এগিয়ে চল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। নিজের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ার অপেক্ষায় এগিয়ে চল সংঘ। টানা তিনবার শীল্ড জয়ের ঐতিহাসিক রেকর্ড হয়ে গেছে গতবার। এবার অপেক্ষায় টানা চারবার শীল্ড জয়ের নতুন রেকর্ড গড়ার। দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল। যদিও এ বছর ৬ দিন এগিয়ে, আগামীকাল ২৬ শে আগস্ট হচ্ছে মহারণ। রামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে গতবারের অধরা স্বপ্ন এবার বাস্তবে রূপান্তরিত হবার অপেক্ষায়। হ্যাঁ, রাখাল শিল্ডে শিরোপা দখল করতে মুখিয়ে রয়েছে রামনগরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব রামকৃষ্ণ। খেলাধুলার জগতে অতি পরিচিত একটি নাম এই রামকৃষ্ণ ক্লাব। একই সঙ্গে এগিয়ে চল সংঘের মতোই সামাজিকতাতেও অনবদ্য সম্মান রয়েছে এই ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য, সদস্যাদের। ৯০ এর দশকের পর দীর্ঘ বছর গ্যাপ দিয়ে গত বছর (২০২৩) শেষ বার রাখাল শীল্ডের ফাইনালে খেলেছিল এই ক্লাবের ফুটবলাররা। তবে শিরোপা অর্জন সম্ভব হয়নি। ন্যূনতম গোলে হেরে রানার্স খেতাবে সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। এবার কিন্তু এই সুযোগ অনেকটাই রয়েছে। ক্লাব কর্মকর্তা সহ এলাকাবাসী আশাবাদী এবার হয়তো রাখাল শীল্ডে শিরোপা দখল করবে রামকৃষ্ণ ক্লাব। দলের ফুটবলাররা কোচ কৌশিক রায়কে কথা দিয়েছেন, তাঁরা ফাইনাল ম্যাচে নিজেদের সেরাটাই তুলে ধরবে। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না তাঁরা বিপক্ষকে। প্রতিপক্ষে এগিয়ে চলো সংঘ। এই নিয়ে ভাবনার কিছুই নেই। ছেলেরা গত ম্যাচের তুলনায় ফাইনাল ম্যাচে আরো ভালো খেলবে বলেই আশাবাদী কোচ কৌশিক রায়। ম্যাচে নামার আগে রবিবার নিজেদের শেষ বারের মতো ঝালিয়ে নিলেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবলাররা। প্র্যাকটিসে প্রত্যেক ফুটবলারকেই যথেস্ট সিরিয়াস দেখালো। চোট আঘাত জনিত তেমন কোনও সমস্যা নেই কারোরই। সবার লক্ষ্য একটাই, ম্যাচে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেয়া রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে। ফাইনালে নতুন কোনও ফুটবলার দলের সঙ্গে যুক্ত হবে কিনা তা আগের দিন কেউ জানাতে পারেননি। তবে সেমিফাইনাল ম্যাচের উইনিং কম্বিনেশন কেউ ভাঙতে রাজি নন বলেই আকার ইঙ্গিতে অনুমেয়। সেমিফাইনালের সেট টিমই খেলবে ফাইনাল ম্যাচে। ফুটবলারদের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধে না হয়, তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের অন্যতম এক কর্মকর্তা অমিত দেব। অমিত বাবু নিজের নাওয়া,খাওয়া ভুলে দলের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। একদিকে ওনার পেশাগত দায়িত্ব, অপরদিকে ক্লাবের দায়িত্ব সঙ্গে টি এফ এর সহ সভাপতির দায়িত্বও দারুন ভাবে সামলে চলেছেন অমিত দেব। তিনিও ক্লাবের সবার মতো একই রকম আশাবাদী, এবছর হয়তো দল শিরোপা দখল করবেই। তিনি সহ ক্লাবের সবার বহু বছরের অপেক্ষার অবসান হয় কিনা, তা-ই এখন দেখার বিষয়।

রাজ্য স্তরীয় স্কুল স্পোর্টসকে সামনে রেখে পশ্চিম জেলার সিলেকশন ট্রায়াল ২৮শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিস্থিতি সহ সার্বিক কারণে ছয় ইভেন্টের পশ্চিম জেলার ক্রীড়া আসর কয়েকদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর নতুন সূচি অনুযায়ী আগামী ২৮ আগস্ট, দুপুর আড়াইটায় অনূর্ধ ১৭ বাস্কেটবলের সিলেকশন কাম ট্রায়াল তথা কম্পিটিশন, বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে অভয়নগর নজরুল স্মৃতি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে এন এস আর সি সি-তে সকাল দশটায় অনূর্ধ ১৪ ও অনূর্ধ ১৭ বয়স গ্রুপে দাবার সিলেকশন ট্রায়াল কাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় এনএসআরসিসি-র যোগা হল-এ অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বয়স ভিত্তিক তিনটি গ্রুপের যোগা ইভেন্টের সিলেকশন ট্রায়াল কাম কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হবে একই দিনে বেলা ১১ টায় উমাকান্ত একাডেমির প্রাঙ্গণে অনূর্ধ ১৭ হ্যান্ডবল ইভেন্টে বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে সিলেকশন ট্রায়াল কাম কম্পিটিশন হবে। ৫ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১ টায় এডি নগর স্কুল গ্রাউন্ডে অনূর্ধ ১৭ ভলিবল ইভেন্টে ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগে সিলেকশন ট্রায়াল কাম কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে সকাল দশটায় এনএসআরসিসি-র জুডো হল-এ অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বয়স ভিত্তিক তিনটি বিভাগে থাংতা ইভেন্টে সিলেকশন ট্রায়াল এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বলা বাহুল্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার পার্ট ৩, চার ইভেন্টের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামী ২৭ থেকে ২৯ আগস্ট, খোয়াইতে ছেলেদের অনূর্ধ ১৪ ফুটবল টুর্নামেন্ট, এনএসআরসিসি-তে অনূর্ধ-১৭ ছেলে ও মেয়েদের টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট; বিলোনিয়াতে অনূর্ধ ১৭ ছেলে ও মেয়েদের বিভাগের কাবাডি এবং ধলাই জেলার আমবাসাতে অনূর্ধ ১৪ এবং অনূর্ধ ১৭ বয়স ভিত্তিক ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট হবার কথা ছিল। রাজ্য স্তরীয় এই প্রতিযোগিতার নতুন দিনক্ষণ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে ত্রিপুরার স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব পাইমঙ মগ জানিয়েছেন।

ফাইনালে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বন্যা দুর্গতদের পাশে টিএফএ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। রাখাল মেমোরিয়াল নক-আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল আগামীকাল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই ফাইনাল ম্যাচের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সম্মতি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তবে সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাডলাইটে ম্যাচ শুরু হলেও প্রথমদিকে উনার আসতে একটু দেরি হতে পারে। ম্যাচ চলাকালীন সময়ে তিনি স্টেডিয়ামে প্রবেশ করবেন বলে টিএফএ সূত্রে খবর রয়েছে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অন্যতম কর্মকর্তা অনির্বাণ দে।

এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন টিএফএ-র সভাপতি প্রণব সরকার এবং সম্পাদক অমিত চৌধুরী প্রমূখ।

এদিকে, রাখাল শীল্ডে ফাইনাল ম্যাচে টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। রাজ্য ফুটবল সংস্থার তরফে এই ঘোষণা আগেই দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই দর্শকরা টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। এদিকে রাজ্যের বর্তমান প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিস্থিতির এই সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন। আগামীকাল রাখাল শীল্ডের ফাইনাল ম্যাচে মাঠে টিকিট বাবদ উপার্জিত সমস্ত অর্থ মুখ্যমন্ত্রী ত্রান তহবিলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং তা যথারীতি ঘোষণাও করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফাইনাল ম্যাচের শেষে মাঠেই চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে শীল্ড, ট্রফি এবং প্রাইজ মানির পাশাপাশি সেরা খেলোয়াড়দেরও পুরস্কৃত করা হবে।

গকুলনগরে আপন স্মৃতি নকআউট ফুটবল শুরু ৬ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি কুমারঘাট। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ঊনকোটি জেলার গকুলনগর স্কুল মাঠে শুরু হতে যাচ্ছে আপন স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। খেলার উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন খেলার আয়োজকরা। খেলাকে ঘিরে প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে।এলাকায় ফুটবলের মানকে আরো তরান্বিত করতে এবং যুবদের মাঠমুখী করার লক্ষে ঊনকোটি জেলার গকুলনগর স্কুল মাঠে বসছে ফুটবলের আসর। গকুলনগর প্লে-সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ৬ আগষ্ট থেকে শুরু হচ্ছে এই ফুটবলের আসর। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন এই মাঠের তরুন খেলোয়াড় তথা এলাকার যুবক আপন দাস। তাই তার স্মৃতিতেই আপন স্মৃতি নকআউট নামেই হচ্ছে টুর্নামেন্ট। খেলায় চ্যাম্পিয়ান দলের জন্য থাকছে ৫০ হাজার টাকা এবং রানার্স দলের জন্য থাকছে ২৫ হাজার টাকার নগদ অর্থ ও ট্রফি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। খেলাকে ঘিরে মাঠ চত্তরে শুরু হয়েগেছে জোর প্রস্তুতি। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন খেলার আয়োজক তথা প্লে-সেন্টারের কর্মকর্তারা।এদিকে হাতে আর সময় খুব একটা নেই, তাই ইতিমধ্যেই গকুলনগর স্কুলমাঠে শুরু হয়েগেছে খেলোয়াড়দের অনুশীলন। এলাকার যুবকদের মাঠমুখী করতেই এই উদ্যোগ আয়োজকদের। খেলায় সবার সহযোগিতা কামনা করছেন উদ্যোগতারা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সম্প্রতি রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: গুরুকুল আগরতলা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে রবিবার লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা গ্যালাক্সির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় স্বাস্থ্য শিবির।

লায়ন ক্লাব অফ আগরতলা গ্যালাক্সির পক্ষ থেকে রবিবার গুরুকুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধপত্র বিতরণ করা হয়।

বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে এই স্বাস্থ্য শিবিরে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সমাগম পরিলক্ষিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন আগরতলার গ্যালাক্সি প্রেসিডেন্ট প্রণব দাস সহ অন্যান্যরা। আয়োজকরা জানান সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে তাদের এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ স্মাইল সামাজিক সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে রবিবার বস্ত্র বিতরণ করে কমলপুরের 'স্মাইল' সামাজিক সংস্থা।

গত ৪ দিন আগে ধলাই নদীর জলস্তর বেড়ে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার ন্যায় ভয়াবহ বন্যায় হালাহালী পঞ্চায়েতের সিঙ্গিবিল গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত আড়াইশ পরিবারকে রবিবার বস্ত্র বিতরন করেন 'স্মাইল' পরিবারের সদস্যরা।

এদিন দুপুর ১টা নাগাদ কমলপুর মহকুমার হালহুলী পঞ্চায়েতের সিঙ্গিবিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় আড়াইশো জনকে বস্ত্র দান করেন। স্মাইল সামাজিক সংস্থার পরিবারের উদ্যোগে বন্যায় দুর্গতদের বস্ত্র দান কর্মসূচিতে খুশী হালহুলী পঞ্চায়েতের সিঙ্গিবিল গ্রামের দুঃস্থ পরিবার গুলি।

তাদের বক্তব্য, বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এই সময়ে স্মাইল সামাজিক সংস্থা আমাদের শাড়ি কাপড় শিশুদের বিভিন্ন বস্ত্র দেওয়ায় ধন্যবাদ জানান।

ফের ১২জন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: ফের ১২জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ লঙ্কামুড়া থেকে এবং লেফুঙ্গা থানার পুলিশ বেরিমুড়া এলাকা থেকে মোট ১২ জন বাংলাদেশকে আটক করেছে। এছাড়া আরও চার ভারতীয় মানব পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।

আগরতলা পশ্চিম থানাধীন লঙ্কামুড়া এলাকা থেকে বিএসএফের জওয়ানরা ৫ বাংলাদেশী নাগরিক ও অপর তিনজন ভারতীয় টাউটকে আটক করেছে। সীমান্তে বিএসএফের কঠোর নজরদারি বজায় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা লঙ্কামুড়া সীমান্ত এলাকা থেকে আরো পাঁচ বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে। তারা কাঁটাতারের বেড়া অবৈধভাবে পার হয়ে এসেছে। আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

পুলিশ এ ব্যাপারে নির্ধারিত ধারায় মামলা গ্রহণ করে রবিবার তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করে। পুলিশ রিমান্ডে এনে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মানব পাচারকারী চক্রের সদস্যদের নামধাম উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত বেরিমুড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার ৭ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী যুবক এবং এক মানব পাচারকারী অটো চালক। তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস।জানা যায় ভারতীয় দালাল অটো চালক অটো দিয়ে দীর্ঘ দিন যাবত মানব পাচার করে আসছেআসছে। তার সঙ্গে আরও রয়েছে। তবে তাদের বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ জীবন বৈশ্য নামে এই মানব পাচারকারী অটো চালক।

বন্যাদুর্গত শিশুদের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে রবিবার হরিজন কলোনি এলাকায় বন্যা দুর্গত পরিবারের শিশুদের হাতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং মন্ডল সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৯ বনমালীপুর মন্ডল সভাপতি চন্দ্র শেখর দেব, স্থানীয় কাউন্সিলর সহ আরো অনেকে।এদিন হরিজন কলোনিতে বাচ্চাদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন বন্যাদুর্গতদের উদ্ধারের জন্য মাঠে নেমে কাজ করার জন্য।

এই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রত্যেকেই মাঠে নেমে কাজ করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বন্যার জল নেমে যাওয়ায় মানুষ এখন বাড়ি করে ফিরতে শুরু করেছেন। প্রত্যেকের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সরকার ও প্রশাসন ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ নেবে।সরকারের পাশাপাশি দলের তরফ থেকেও যথাসাধ্য সাহায্য সহায়তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান প্রদেশ সভাপতি। তিনি সমাজের সব অংশের জনগণকে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

বাইক ও অটো রিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ আগস্ট: বাইক ও অটো রিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই। ঘটনা গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। গকুলনগর রাস্তার মাথা থেকে মধুপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী অটো। অন্যদিকে মধুপুরের দিক থেকে রাস্তারমাথার দিকে আসছিল একটি গ্ল্যামার বাইক। গকুলনগর টিএসআর কোয়াটার সংলগ্ন এলাকায় আসতেই অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

অটো এবং বাইক চালক দুজনই গুরুতর আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশালগড় দমকল বাহিনীদের খবর পাঠালে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আহত দুজনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আহত দুজনের চিকিৎসা চলছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। আহতরা হলেন বাইক চালক সুজিত সরকার এবং অটো চালক নুর ইসলাম। বিশালগড় থানার পুলিশ বাইক এবং অটো আটক করে বিশালগড় থানায় নিয়ে যায়।

সর্বদলীয় বৈঠকে গঠনমূলক প্রস্তাব তুলে ধরেছে কংগ্রেস: সুদীপ রায় বর্মন

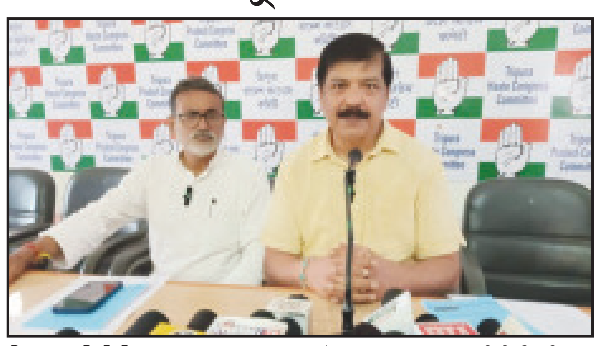

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তুলে ধরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। উল্লেখ্য শনিবার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য অতিথিশালায় এক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন। সেখানে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের সুদীপ রায় বর্মন বলেন, সর্বদলীয় বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গঠনমূলক প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মেট্রোলোজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ভারী বর্ষণ সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারকে অবহিত করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চেয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। যদি সতর্ক করা হয়ে থাকে, তবে রাজ্য সরকারের তরফে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যদি কোন আধিকারিক দায়ী থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দল মত নির্বিশেষে কমিটি গঠন করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতির হিসাব যাচাই করতে হবে। সেজন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যেন কোনভাবেই বঞ্চিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি কংগ্রেস দলের তরফে আরও দাবি জানানো হয়েছে, এই বন্যায় যদি কারো সরকারি নথি নষ্ট হয়ে থাকে তবে সরকারের তরফে পুনরায় তা বানিয়ে দেওয়ার দাবী জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই ভয়াবহ বন্যার জন্য জল নিষ্কাশনে ব্যবস্থা আরো জোরদার করার দাবী জানানো হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বন্ধ নেই চুরি কাজ, গ্রেপ্তার চুরি যাওয়া ২ বাইক ও ১টি গাড়ি সহ চার চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও চোরের হাত থেকে রেহাই মিলছে না আগরতলাবাসীর। শনিবার ও রবিবার দুই দিনে একটি পণ্যবাহী গাড়ি এবং দুটি বাইক সহ আটক চার চোর। তাদের সাধু টিলা সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চারজন চোরের মধ্যে কুখ্যাত দুই চোরের নাম দীপঙ্কর শুক্ল দাস এবং অরূপ দাস। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ রবিবার আরো দুজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।এ বিষয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, শনিবার সন্দেহজনক ভাবে একটি গাড়ি আটক করা হয়।

গাড়ির মধ্যে লৌহার ব্রীজের কিছু প্লেট পাওয়া যায়। সে প্লেট গুলি কোথা থেকে নিয়ে এসেছে সে বিষয়ে গাড়ি চালক এবং সহ চালক অর্থাৎ দীপঙ্কর ও অরূপের কাছে জানতে চাইলে তারা কিছু বলতে পারছিল না। তারপর তাদের নিয়ে আসা হয় থানায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায় এগুলি তারা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারপর তাদের কাছ থেকে আরও দুই সহযোগীর নাম পাওয়া যায়।

তারপর পুলিশ সাধু টিলা সংলগ্ন এলাকা থেকে সেই দুই চোরকেও আটক করে। তাদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা যায় তারা গত ৯ এবং ১৫ আগস্ট রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার এবং বাইপাস এলাকা থেকে দুটি বাইক চুরি করেছে। এই বাইক দুটি তারা আড়াল করে রেখেছে। তারা চেয়েছিল বাইক দুটি বাংলাদেশ পাচার করার জন্য। কিন্তু বন্যা কারণে তারা বাংলাদেশ পাচার করতে পারেনি। সে বাইক গুলি তারা অন্যথায় বিক্রি করার চেষ্টা করে। তারপর পুলিশ দুটি বাইক উদ্ধার করে চারজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।পুলিশে প্রাথমিক ধারণা তাদের সাথে আরও অনেকে জড়িত রয়েছে। এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া টি আর ০১ এ ইউ ১৫৫৮ গাড়িটি তারা চুরির কাজে ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

সরকারি কর্মচারীদের একদিনের বেতন ভাতা বন্যা পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে দেওয়ার আবেদন টিইউএসএস - এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: টিচারস ইউনাইটেড ফর সোশ্যাল সার্ভিস সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের সকল সরকারি কর্মচারীদের একদিনের বেতন ভাতা বন্যা পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে প্রদান করার আবেদন জানানো হয়েছে। বর্তমান সময়ে বন্যা পরিস্থিতিতে চারিদিকে জল, গৃহহীন মানুষের আর্তনাদ, ধ্বংস হয়ে গেছে জীবিকা। এ পরিস্থিতি ভয়াবহ, মানবতা আজ সাহায্যের জন্য কাঁদছে।এই সংকটপূর্ণ সময়ে টি ইউ এস এস অনুরোধ জানায় রাজ্যের প্রতিটি সরকারি কর্মচারীর এক দিনের বেতন দিয়ে এই বন্যা পীড়িত অবস্থায় সাধারণ জনগণকে সাহায্য করার।

এসইউসিআই এর উদ্যোগে বন্যাপীড়িত জনগণের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: এসইউসিআই দলের পক্ষ থেকে মিলনচক্র, এমবিটিলা বাজার সহ এডিনগর অঞ্চলে ত্রিপুরা রাজ্যের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে ত্রান সংগ্রহ করা হয়। বন্যা দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে নামলো এস ইউ সি আই। রবিবার রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার মিলনচক্র, এমবি টিলা, এডিনগর সহ বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ সংগ্রহ করে এসইউসিআই। সংগঠনের প্রবীণ নেতা অগ্রগত চক্রবর্তী রাজ্যের আপামর জনগণকে সাহায্যের হাত বাড়ানোর আবেদন জানান। তিনি বলেন সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ২৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এই ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে সংগঠন। সকলকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

বন্যা পীড়িতদের নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্যের চিকিৎসকগণ

আগরতলা, ২৫ আগস্ট : রাজ্যে বন্যা পীড়িতদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসকসহ সমস্ত স্তরের কর্মচারীরা। সারা রাজ্যে গত তিন দিনে ৭২৬ টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়, যাতে ২৬,৯৫৭ জন চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করেছেন।

বন্যায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে উত্তাল নদী নৌকা দিয়ে পেরিয়ে, বুক জল পায়ে হেঁটে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা পৌঁছে যাচ্ছেন।

প্রবল বর্ষণ, দুর্গম রাস্তাঘাট পেরিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা দায়বদ্ধতা নিয়ে পথ চলছেন। পৌঁছে যাচ্ছেন জলমগ্ন এলাকাগুলিতে। ত্রাণ শিবিরে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছে মেডিকেল টিম পৌঁছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র প্রদান করছেন।

জলবাহিত রোগ ও পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই শিবিরগুলোতে তিনদিনে ১২৩৮৫ পুরুষ, ৯৭৪০ মহিলা ও ৪৮৩২ জন শিশুসহ মোট ২৬,৯৫৭ জনকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়।

শিক্ষক ও চিকিৎসক খুনের ঘটনায় রাজধানীতে প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: শিক্ষক এবং চিকিৎসক খুনের ঘটনায় রবিবার রাজধানী আগরতলায় এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়েছে। এদিন রাজধানীর বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সদস্যরা একত্রিত হয়ে আর জি কর ঘটনা এবং রাজ্যের উদয়পুরে শিক্ষক খুনের ঘটনায় প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়।

এদিন রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় এসে শেষ হয়। দুটি ঘটনায় অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি প্রদান করার দাবি জানানো হয় এদিন।

প্রবল ভারী বর্ষণে উত্তর কলমচৌড়া এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি, কৃষকের মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ আগস্ট: গত চার পাঁচ দিনের টানা ভারী বর্ষণের ফলে, জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত এবং শাকসবজি থেকে কৃষকের উৎপাদিত ফসল এমনকি ধান ফসলের জমি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি শিকার। তা ছাড়া লেক, পুকুর জলাশয়ের বিপদ সীমার উপর জল উঠে পাড়, ভেঙ্গে তছনছ করেছে।

ফলে মাছ উৎপাদনকারী সংস্থা এবং যারা মাছ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার স্বপ্নে লেক পুকুর রেখেছিলেন তাদের মাছ জলের স্রোতে ভেসে গেছে ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের ক্ষতি হয়েছে। তেমনি বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর কলম চৌড়া মুর্খিনদার রাস্তা উপর রাবার বাগানের মাটি ধ্বস ভেঙ্গে নেমে রাস্তা চলাচলের অনুপযুক্ত।

শরণার্থী শিবির ঘুরে দেখলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: প্রতাপগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল। পরিদর্শনকালে দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বহু মানুষ বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। বিপন্ন মানুষের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ জনপ্রতিনিধিরা শিবির গুলো পরিদর্শন করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার খবর নিচ্ছেন। রাজভবনের চাপ দেওয়ালে আবদ্ধ নেই রাজ্যপালও। রবিবার রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু আগরতলা শহর এলাকার প্রতাপগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তিনি শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে অবগত হন।

মন্ডল কমিশনের চেয়ারম্যান ডিপি মন্ডলের ১০৬তম জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: মন্ডল কমিশনের চেয়ারম্যান ডিপি মন্ডলের ১০৬ তম জন্মদিন রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেসের ওবিসি সেলের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এদিন কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ডল কমিশনের চেয়ারম্যান ডিপি মন্ডলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ওনার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা , ওবিসি সেলের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে ওবিসি সেলের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ বলেন, আমাদের রাজ্য মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ ওবিসি অংশের মানুষ। প্রয়োজনে দেশের সংবিধান সংশোধন করে দেশের ওবিসি অংশের জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচনে সরকারের প্রতিষ্ঠিত না হতে পারলেও কংগ্রেস বর্তমান সরকারের দাবি করছে জাতিগত জাত গণনার জন্য। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া পার্লামেন্টের বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এর পেছনে মূলত কারণ হলো দেশের পশ্চাৎপদ মানুষ যাতে কোনোভাবেই বঞ্চনার শিকার না হয়।তারা যাতে তাদের সমস্ত অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য এই জাত গণনা দাবি করছে।

রবিবার ২৫ আগস্ট মন্ডল কমিশনের চেয়ারম্যান বিন্দেশ্বরী প্রসাদ বি পি মন্ডলের ১০৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্বরণসভায় এ কথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এই দিনের স্মরণ সভায় তিনি মন্ডল কমিশনের চেয়ারম্যান বিন্দেশ্বরী প্রসাদ বি পি মন্ডলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। তিনি আরো বলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত জাতিগত জাত গণনা সম্পূর্ণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেস দল আন্দোলন জারি রাখতে মাঠে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। আয়োজিত স্মরণ সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ওবিসি সেলের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ সহ কংগ্রেসের অন্যান্য সংগঠন গুলির নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।